Contents

দ্বাদশ বর্ষ

প্রথম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

সম্পাদক

শাইখ আবদুর রহীম এম এ, বি এল, বি টি

এই সংখ্যার মূল্য
৫০ পয়সা

বার্ষিক
মূল্য সডাক
৬.৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

দ্বাদশ বর্ষ—প্রথম সংখ্যা

আশ্বিন—১৩৭১ বাং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর—১৯৬৪ ইং

জমাদিউল আউয়াল—১৩৮৪ হিঃ

বিষয়-সূচী

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১। রব উপক্রমণিকা		শাইখ আবদুর্‌রহীম, এম-এ, বি-এল, বি-টি ;	১
২। ঐ বাংলা অনুবাদ		,,	৩
৩। কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও তফসীর	(তফসীর)	,,	৬
৪। মুহাম্মদী জীবন ব্যবস্থা	(হাদীস-অনুবাদ)	আবূ ইউসুফ দেওবন্দী	১২
৫। পূর্ব-পাক আহ্‌লেহাদীস ইতিহাসের উপকরণ : মওলানা এলাহী বখশের পুঁথি	(ইতিহাস ও আলোচনা)	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	১৭
৬। হযরত ঈসা (আঃ) ও ক্রুশের ঘটনা	(প্রবন্ধ)	আবদুন্ নঈম চৌধুরী বি-এল	২৫
৭। মহিয়সী জননীর ফরিয়াদ	(কাহিনী)	মোহাম্মদ আবদুছ্ ছামাদ এম, এম,	৩০
৮। ইসলামের মৌলিক অধিকার	(প্রবন্ধ)	আফ্‌তাবুদ্দীন আহ্‌মদ এম, এ,	৩৫
৯। "ম্যাও"	(গল্প)	ইব্‌নে সিকান্দর	৩৮
১০। সাময়িক প্রসঙ্গ		সম্পাদক	৪২
১১। জমঈয়তের প্রাপ্তি-স্বীকার		আবদুল হক হক্কানী	৪৫

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

৮ম বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬'৫০ ষান্মাষিক : ৩'৫০

বছরের যে কোন-সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান নিরূপণে নিয়োজিত

ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা

(ঢাকা ইসলামিক একাডেমীর ত্রৈমাসিক মুখপত্র)

আজই গ্রাহক হউন

প্রতি কপি দু টাকা বার্ষিক সডাক আট টাকা

ইসলামিক একাডেমী

পাবলিকেশন ম্যানেজার—

৬৭, পুরানা পল্টন, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত সংবাদ জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক
(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র).

দ্বাদশ বর্ষ	সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ, জমাদী-উল-আওওাল ১৩৮৪, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭১ বংগাব্দ	প্রথম সংখ্যা

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযীআলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

فَاتِحَةُ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ عَشْرَةَ

الحمد لله العليم الحكيم، المالك الكريم، التواب الرحيم، نحمده ونشكره على ما اولانا من نعمه الظاهرة والباطنة، والدنيوية والدينية، والبدنية والروحانية، والصلوة والسلام على افضل ولد آدم وسيد الثقلين الذى ولد يتيما فآواه ربه فصار خلقه عظيما، ونشأ اميا فعلمه شديد القوى فصار للعلوم قاسما- فهو ابوالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم-

اما بعد، وفقنى الله وإياكم- ان الله تعالى كما فرض علينا اطاعته، كذلك فرض علينا اطاعة رسوله، فلم يفرق بين اتباع ما امر جل جلاله، وبين اتباع ما سن نبيه ورسوله، فوعد لمن يطيعهما شانا عظيما، واوعد لمن يخالف عن امر الرسول فتنة وعذابا اليما، الا وان فى البدعة مخالفة الرسول لا محالة، لان الاستنان والعمل بما لم يسنه الرسول ولم يعمل به هى البدعة

ولما كانت البدعة من اعظم الآفات لايمان المؤمنين، والسبب الاقوى للضلالة واضلال المسلمين- ولما كان صاحب البدعة يتيقن بانه على صريح السنة، ولا يشعر اصلا بانه يكتسب على الحقيقة عين المعصية، يتمسك الشيطان

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بالبدعة ويزورها، ويوهم المسلمين بانها هي الشريعة فيحثهم على ارتكابها، فيظن صاحب البدعة وهمه ذلك عقلا صريحا، فياخذ بالقياس المخالف للسنة ويرد حديثا صحيحا •

الا وان البدعة قد بدت منذ ظهر الاسلام، وارتسخت وازدادت شدة وعدة بمرور الايام - وتشعبت انواعها وتعددت افرادها حتى صارت الآن مسلطة على عامة المؤمنين الا طائفة، وهي اصحاب الحديث في الحقيقة - وهم الذين يجعلون اهواءهم تابعة لكلام الله وكلام الرسول، ولا يرجحون اقيستهم على الحديث الصحيح حيث رتبوا الاصول •

الا وان المجلة "ترجمان الحديث"، عند تاسيسها، قد اوجبت على نفسها ابطال كل ما راج من البدعة، واحياء كل ما مات من السنة. فها هي قد قضت فريضة الله على ما احدى عشرة سنة من عمرها، باعانة الله وحسن توفيقه اياها - فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا لا نهاية له •

لقد سعينا مبلغ سعينا، وبذلنا غاية جهدنا، ان ننشر المجلة السامي ذكرها في الهيئة المناسبة لها - ولكنا مع حرصنا الوافر لم تتوفر لنا الموارد ... المزجاة هي التي جئنا بها - فنلتمس ونرجو عن جنابكم ان تعفوا عما مضى وان توفوا بالمكيال الاوفى - "والاخرة خير وابقى" •

اعلموا انه لابد ان يسلم ان الكتب هي مخزن العلوم السابقة، صدرت من علماء العصور الغابرة، مشتملة على مسائل تلك الازمنة، وان المجلات هي الجداول الجارية، للعلوم الماضية والحاضرة، تاتينا تشرح المسائل الماضية، وتحل المسائل الموجودة - فمن اعترف ان باب الاجتهاد مفتوح ولم يغلق، فعليه ان يتمسك بالمجلة مثل هذه وبها يتعلق - ثم انها تقرب العلوم نجما نجما فيسهل على القارى حصولها، والتدبر فيها، وينتظر للمزيد - فكلما تتوفر الرغبة تاتي المجلة بالعلم الجديد - فها "لترجمان الحديث" شأن عظيم •

ثم انكم لتعلمون ان النيران التي لم تبق مشتعلة بالوقود المتوالي صارت خامدة، والمياه التي لم يبق انفجاره صارت راكدة، والاديان التي لم تتبع بالاعمال الجارية المستمرة صارت بائدة - فكذلك اعلموا ان كل مذهب لا يبقى ذكره شائعا، وكل مسلك لا يبقى عمله ذائعا، سيصير عن قريب مخلي ضائعا - فتيقنوا ان هذه المجلة، وان كان جسمها نحيفا، وصوتها ضعيفا، ولكنها لا حالة من الاسباب التي ينتشر بها دينكم ومسلككم، ويحيى بها مذهبكم وملتكم - فليكن شان هذه المجلة عندكم عظيما •

الان طعنت المجلة في الثانية عشرة من عمرها - فندعو الله ان يجعل سعيها ... الحمد لله رب العلمين اولا واخرا ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم •

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দ্বাদশ বর্ষের আরবী খোত্‌বার বঙ্গানুবাদ

বিস্‌মিল্লা ... রাহমানির-রা'হীম

... ঈদ্বোধনী

জ্ঞানী, বিচক্ষণ প্রভু, দাতা, পুনঃপুনঃ মার্জনাকারী, দয়াবান আল্লার প্রশংসা। তিনি আমাদিগকে প্রকাশ্য ও গুপ্ত, পার্থিব ও পারলৌকিক, দৈহিক ও আত্মিক যে সকল নে'মাত দান করিয়াছেন তাহার কারণে আমরা তাঁহার প্রশংসা করি ও তাঁহার শুক্‌রগুযারী করি।

আর বিশেষ দয়া ও নিরাপত্তা হউক আদম-সন্তান-শ্রেষ্ঠ, মানব-দানব-নেতার প্রতি—তিনি য়াতীমরূপে ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহার রব্ব তাঁহাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেন। ফলে, তাঁহার স্বভাব-চরিত্র মহৎ হইয়া উঠে। তিনি অক্ষরজ্ঞানহীন-রূপে প্রতিপালিত হইলে শক্তিসমূহে দৃঢ় জন তাঁহাকে জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দেন। ফলে, তিনি জ্ঞানবিজ্ঞান বিতরণকারী হইয়া উঠেন। তিনি আবুল কাসিম মুহম্মাদ সঃ।

আম্মা বা'দ, আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরে নেক কাজে সহায়তা করুন!

ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালন করা আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি যে ভাবে ফরয করিয়াছেন, তাঁহার রসূলের আদেশ-পালনও তিনি আমাদের প্রতি সেই ভাবেই ফরয করিয়াছেন এবং মহাপ্রতাপ আল্লাহ যাহা আদেশ করিয়াছেন তাঁহার অনুসরণ ব্যাপারে এবং তাঁহার নবী ও রসূল যে সুন্নাত জারী করিয়াছেন তাহার অনুসরণ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কোন বিভেদ করেন নাই। তাই, আল্লাহ ও রসূল উভয়েরই আদেশ যে কেহ পালন করে তাহার জন্য আল্লাহ তা'আলা মহান মর্যাদার প্রতিশ্রুতি দেন, আর যে কেহ রসূলের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহার দীনদারীতে গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে এবং তাহাকে বেদনা-দায়ক শাস্তি পৌঁছিবে বলিয়া আল্লাহ তা'আলা শাসাইয়া দেন। সাবধান! বিদ্‌আতের মধ্যে রসূলের বিরুদ্ধাচরণ সুনিশ্চিত; কেননা, যে কাজ রসূল সঃ জারী করেন নাই এবং যে কাজ তিনি নিজে করেন নাই সেই কাজকে শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞানে সওয়াবের উদ্দেশ্যে উহা সম্পাদন করাই হইতেছে বিদ্‌'আত।

তারপর, বিদ্‌'আত যেহেতু মুমিনদের ঈমানের পক্ষে মারাত্মক আপদবিশেষ এবং উহা যেহেতু মুসলিমদের গুমরাহ হওয়া ও গুমরাহ করা সম্পর্কে অত্যন্ত শক্তিশালী একটা ব্যাপার, আরও বিদ্‌আতী লোক যেহেতু বিশ্বাস করে যে, সে স্পষ্ট সুন্নাত ধরিয়া রহিয়াছে—অথচ সে যে প্রকৃতপক্ষে যথার্থ পাপ আহরণ করিতেছে তাহা সে যেহেতু মোটেই উপলব্ধি করিতে পারে না, কাজেই শয়তান বিদ্‌আতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতঃ উহাতে ধর্মের ছাপ লাগাইয়া উহাকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তোলে এবং উহা শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মুসলিমদের মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া তাহাদেরে উহা করিতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে, বিদ্‌আতী লোক তাহার ভ্রান্ত ধারণাকে স্পষ্ট জ্ঞান বিবেচনা করতঃ সুন্নাতের বিপরীত কিয়াসকে অবলম্বন করে এবং সহীহ হাদীসকে বর্জন করিয়া বসে।

সাবধান! ইসলামের আবির্ভাবের সময়

www.ahlehadeethbd.org

হইতেই বিদ'আত প্রকা লাভ করে। কালক্রমে উহা দৃঢ় হয় এবং শক্তিতে ও সংখ্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অনন্তর নানা প্রকার বিদ'আত শাখা প্রশাখা বিস্তার করে এবং বিদ'আত অগণিত হইয়া উঠে অবশেষে, বর্তমানে মুমিনদের একটি ক্ষুদ্র দল বাদে তামাম মু'মিনদের উপরে বিদ'আত ক্ষমতাসীন হইয়া বসিয়াছে। খাঁটি আসহাবুল হাদীসই হইতেছে ঐ ক্ষুদ্র দলটি। আর আসহাবুল হাদীস হইতেছেন তাঁহারা— যাঁহারা নিজেদের প্রবৃত্তিকে আল্লার কালামের ও রসূলের কালামের অনুগামী করিয়া রাখে এবং মুল-নীতি স্থির করিতে গিয়া নিজেদের 'কিয়াসকে' সহীহ হাদীসের উপরে প্রাধান্য দে

তারপর, প্রচলিত বিদ্‌আতগুলির অসারতা প্রমাণ করিবার এবং মৃত ও নিশ্চিহ্ন সুন্নাত গুলিকে পুনর্জীবিত ও পুনঃপ্রচলিত করিবার ব্রত লইয়া 'তর্জুমানুল-হাদীস' পত্রিকাটি স্থাপিত হয়। অনন্তর, আল্লার সহায়তা ও তাঁহার নেক তওফীকক্রমে সে তাহার জীবনের এগারোটি বৎসর নিজ কর্তব্য পালন করিল।—তজ্জন্য আল্লার অসীম প্রশংসা।

এই উচ্চাঙ্গের পত্রিকাটি যাহাতে তাহার উপযোগী বেশে প্রকাশ লাভ করিতে পারে তজ্জন্য আমরা আমাদের চরম চেষ্টা ও যথাসাধ্য পরিশ্রম ব্যয় করিয়াছি। কিন্তু তথাপি আমাদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্বেও উপকরণাদি যথেষ্ট পরিমাণে আমাদের হস্তগত হয় নাই বলিয়া আমাদিগকে ত্রুটীযুক্ত অপর্যাপ্ত পণ্য লইয়াই আপনাদের নিকটে উপস্থিত হইতে হইয়াছে। আপনাদের তরফ হইতে আমরা এই আশাই রাখি যে, আপনারা অতীতের সব কিছু ভুলিয়া গিয়া আমাদিগকে বিনিময়ের সামগ্রী পরিপূর্ণ কাঠাতে মাপিয়া দিবেন। "আখিরাতই উত্তম ও স্থায়ী।"

ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে পুস্তক গ্রন্থাদি অতীত যুগ সমূহের আদি দের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারবিশে এবং তাহাতে তাঁহাদের যুগের সমস্যার বিবরণ রহিয়াছে। আর প   ও বর্তমান উভয় প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞ প্রবহমান নদী-নহর-বিশেষ। এইগুলি ত দের সম্মুখে অতীতের সমস্যা ও সমাধানগুলির ব্যাখা উপস্থিত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান সমস্যাগুলির সমাধান দেয়। কাজেই যে কেহ এই কথা স্বীকার করে যে, ইজতিহাদের দুয়ার এখনও উন্মুক্ত— বন্ধ হয় নাই, তাহার পক্ষে এই প্রকারের মাসিক পত্রিকা পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য। তারপর, ইহা অল্প অল্প করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান উপস্থাপিত করিতে থাকে বলিয়া পাঠকের পক্ষে উহা হৃদয়ঙ্গম করা সহজসাধ্য হয়; এবং পাঠক অতিরিক্ত জ্ঞান পাইবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। ফলে, আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ যখন প্রবল হইয়া উঠে তখন মাসিক পত্রিকা আবার নূতন জ্ঞান-সম্ভারসহ আসিয়া উপস্থিত হয়। কাজেই দেখা যায় "তরজুমানুল হাদীস" মাসিক পত্রিকাটির মহান মর্যাদা রহিয়াছে।

তারপর, আপনারা জানেন যে, অনবরত ইন্ধন যোগাইয়া যে সকল আগুনকে প্রজ্জলিত রাখা হয় নাই সেই আগুন যেমন নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে; যে সকল পানির উৎস স্থায়ী হয় নাই সেই পানি যেমন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে; এবং যে সকল ধর্মের বিধানগুলি নিরন্তর অবিরামভাবে অনুসৃত হয় নাই সেই ধর্ম যেমন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে; সেইরূপ যে নীতির উল্লেখ আলো প্রসারমান না থাকিবে এবং যে পন্থার ক বলী ব্যাপকভাবে প্রচলিত না থাকিবে অনতিবিলম্বে পরিত্যক্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

www.ahlehadeethbd.org

অনুধাবন করুন পত্রিকাটির এবং ইহার যদিও ডুব চত যে, আপনাদের দীনঃ র নীতি-পন্থার প্রচার ও প্র উপায় রহিয়াছে তন্মধ্যে ইহা একটি স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কাজেই আপনাদের নিকটে এই পত্রিকাটির মহান মর্যাদা থাকা উচিত।

আগা গোড়া তাহ রাব্বুল আলামীনের প্রশংসা।

আল্লার তওফিক ব্যতিরেকে অন্যায় পরিত্যাগের অথবা পুণ্য অবলম্বনের কোন ক্ষমতাই কাহারও নাই।

—শাইখ আবদুর রহিম

www.ahlehadeethbd.org

কোরআনে মজীদের ভাষ্য

শাইখ আবদুর রহীম এম.এ' বি.এল বি.টি, ফাযিল-দেওবন্দ

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٥٣ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجت

২৫৩। এই যে পয়গম্বরেরা, -- [তাঁহারা সকলে মর্যাদায় সমান নয়; বরং] আমি তাঁহাদের কোন কোন জনকে তাঁহাদেরই অপরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ করিয়াছি। [যথা] তাঁহাদের কোন জনের সহিত আল্লাহ স্বয়ং বাক্যালাপ করিয়াছেন এবং

২৫৬। এই বাক্যে হযরত মুহম্মদ সঃ র দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা অপর পয়গম্বরদেরে যে সকল বিভিন্ন নিদর্শন দিয়াছিলেন তাহার অনুরূপ নিদর্শন তিনি হযরত মুহম্মদ সঃ-কে তো দেনই, তাহা ছাড়া আরও নূতন নূতন অভিনব নিদর্শনও আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে দেন। যথা, হযরত মূসা আঃ-র সাথে আল্লাহ তা'আলা যেমন বাক্যালাপ করেন, সেইরূপ মি'রাজ রজনীতে তিনি হযরত মুহম্মদ সঃ-র সাথেও বাক্যালাপ করেন। হযরত মূসা আঃ যষ্টি দ্বারা পাথরে আঘাত করিলে তাহা হইতে আল্লাহ তা'আলা যেমন পানি প্রবাহিত করেন সেইরূপ কোনও পাত্রে অল্প পানির মধ্যে রসুলুল্লাহ সঃ নিজ আঙ্গুল রাখিলে তাঁহার আঙ্গুলের ফাঁক হইতে আল্লাহ তা'আলা বহু বার পানির ফোয়ারা নির্গত করেন। কিন্তু চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া, রসুলুল্লাহ সঃ-র বিরহে শুষ্ক গুঁড়ির কান্নাকাটি করা, গাছ-পাথরের সালাম-অভিবাদন ইত্যাদি নিদর্শনাদি আল্লাহ তা'আলা কেবলমাত্র হযরত মুহম্মদ সঃ-কেই দেন।

তাহা ছাড়া, কতিপয় নিদর্শনের স্পষ্ট উল্লেখ স্বয়ং রসুলুল্লাহ সঃ-র হাদীসেও পাওয়া যায়। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, একমাত্র হযরত মুহম্মদ সঃ-কে যে নিদর্শনগুলি দেওয়া হইয়াছিল এবং যাহা অপর কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই তাহা এই :—

(ক) কুরআন মজীদ ;

(খ) এক মাসের পথ-পরিমাণ দূরবর্তী ... সমূহের অধিবাসীদের অন্তরে ... সঃ-র প্রতাপ-জনিত ...

www.ahlehadeethbd.org

Contents

وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ

بِرُوْحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ

مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ

وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ

كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ

مَا يُرِيْدُ ٭

তাহাদের কোন জনকে একাধিক মর্যাদাযোগে [২৫৬] উন্নত করিয়াছেন। আর আমি মরয়ম-তনয় ঈসাকে একাধিক স্পষ্ট নিদর্শন দিয়াছিলাম এবং তাহাকে পাক রূহ যোগে শক্তিশালী করিয়াছিলাম।[২৫৭]

আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে লোকদের নিকটে [পয়গম্বর-যোগে] স্পষ্ট নিদর্শন আসিবার পরে পয়গম্বরদের পরবর্তী যমানার লোকেরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিত না। কিন্তু [নিদর্শনগুলি দেখিয়াও] লোকে একমত হইল না — তাহাদের কেহ কেহ ঈমান আনিল এবং কেহ কেহ কুফর করিল [ফলে, তাহারা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হইল।] আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে লোকে [মুমিন ও কাফির দুই দলে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও] দাঙ্গা হাঙ্গামা করিত না। [২৫৮] কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা কার্যে পরিণত করেন।

(গ) সারা পৃথিবীর যে কোন স্থানের পাক মাটি দ্বারা পবিত্রতা হাসিল করার বৈধতা-দান এবং সারা পৃথিবীকে মসজিদরূপে ব্যবহার করিবার অনুমতি দান ;

(ঘ) যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু-কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং শত্রুদের নিকট হইতে জোরপূর্বক গৃহীত দ্রব্য-সামগ্রী ভোগ করিবার বৈধতা ;

(ঙ) কিয়ামত দিবসে শাফা'আত করিবার অধিকার ;

(চ) সমগ্র মানব জাতির জন্য পয়গম্বররূপে মনোনয়ন ;

(ছ) জ্ঞান-গর্ভ বাণী-প্রদানের ক্ষমতা। এবং

(জ) তাঁহার দ্বারা পয়গম্বরী সিল্‌সিলার পরিসমাপ্তিকরণ।

তারপর প্রশ্ন উঠে, এখানে 'ঈসা আঃ'র নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে হযরত মুহম্মদ সঃ'র নাম উল্লেখ না করিয়া 'কোন এক জনকে' বলিয়া তাঁহার দিকে ইঙ্গিত করা হইল কেন?

জওয়াবে বলা হয়, এই ইঙ্গিতের তাৎপর্য সুস্পষ্ট বলিয়া রসুলুল্লাহ সঃ-র নাম উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। অধিকন্তু মর্যাদার গুরুত্বের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণের পক্ষে এই প্রকার ইঙ্গিত অধিকতর বলিষ্ঠ প্রমাণিত হয়।

২৫৭। 'পাক রূহ' বলিয়া হযরত জিবরাঈল আঃ-কে বুঝান হইয়াছে। বাক্যটির তাৎপর্য এই যে, হযরত ঈসা আঃ-র যে কোন সঙ্কট মুহূর্তে হযরত জিবরাঈল আঃ তাঁহার সহচররূপে অবস্থান করিয়া তাঁহার হৃদয়ে বল ও সাহস সঞ্চার করিতেন এবং বিপদ হইতে মুক্তিলাভে সহায়তা করিতেন।

২৫৮। আল্লাহ তা'আলার এই প্রকার ইচ্ছা না করার মূলে রহিয়াছে تكليف নীতি। অর্থাৎ মানুষ যাহাতে নিজ কর্মাকর্মের জন্য শাস্তি ও পুরস্কারের হকদার বিবেচিত হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে মানুষের পক্ষে নিজ ইচ্ছামত কার্য করিবার ক্ষমতা ও অধিকার থাকা অপরিহার্য। এই নীতিকে অক্ষত ও অব্যাহত রাখিবার জন্যই আল্লাহ তা'আলা ঐ প্রকার ইচ্ছা করেন নাই।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২৫৪ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

হে মুমিনগণ আমি তোমাদিগকে যে সম্পদ সরবরাহ করিয়াছি তাহারই কিছু তোমরা ঐ দিবস আসিবার পূর্বে [যাকাত স্বরূপ] ব্যয় কর যে দিবসে না হইবে কোন বেচা-কেনা, না রহিবে কোন সৌহার্দ আর না চলিবে কোন সুপারিশ ২৫৯ এবং [যাহারা যকাত না দিয়া আল্লাহর কুফরী করে সেই] কাফিরগণই হইতেছে [নিজেদের প্রতি] অন্যায় আচরণকারী।

২৫৫ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا

২৫৫। আল্লাহ এমন এক সত্তা যে, তিনি ব্যতীত কোন মাবূদ নাই। [তিনি] চির প্রাণবান, স্বয়ংস্থায়ী—সৃষ্টি নিয়ন্তা। তাঁহাকে না তন্দ্রায় ধরে আর না নিদ্রায়। নভোমণ্ডল সমূহে যাহা কিছু আছে এবং ভূমণ্ডলে যাহা কিছু আছে সবই তাঁহার অধিকারে। কে আছে এমন, যে জন তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁহার কাছে সুপারিশ করিবে? লোকের সম্মুখে যাহা কিছু আছে এবং তাহাদের পশ্চাতে যাহা কিছু আছে২৬০ সবই তিনি জানেন।

২৫৯। এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, কিয়ামতের দিবসে সৌহার্দ ও শাফা'আতের কোনই অস্তিত্ব থাকিবে না। কিন্তু শাফা'আত সম্বন্ধে পরবর্তী আয়াতটিতে এবং অপর আয়াতে বলা হইয়াছে যে, কিয়ামত দিবসে কেহ কেহ আল্লার অনুমতিক্রমে সুপারিশ করিতে পারিবে। শাফা'আত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে এই সূরার ৪৮ নং আয়াত প্রসঙ্গে ৩৭।(খ) নোটে।

তারপর কিয়ামত দিবসে সৌহার্দের অস্তিত্বের কথা। এ সম্পর্কে সূরা আয্-যুখ্রুফ এর ৬৭ আয়াতে বলা হইয়াছে, "কিয়ামত দিবসে মুত্তাকীগণ ছাড়া আর সকল সুহৃদই পরস্পর পরস্পরের শত্রু হইবে।"

কাজেই বুঝা গেল যে, কিয়ামত দিবসে কাফির-দের মধ্যে কোন সৌহার্দ বর্তমান থাকিবে না এবং কাফিরদের জন্য কোন সুপারিশ হইবে না।

২৬০। 'লোকের সম্মুখে ও পশ্চাতে'—ইহার তাৎপর্য দুইভাবে বর্ণনা করা হয়—স্থান হিসাবে ও কাল হিসাবে। ফলে বাক্যটির তাৎপর্য দাঁড়ায় এই :—

মানুষের চোখের সামনে এবং তাহার চোখের আড়ালে যেখানেই যাহা কিছু অবস্থিত তাহা যেমন আল্লাহ তা'আলা সমভাবে জানেন, সেইরূপ মানুষের ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কিছুই আল্লাহ তা'আলা সমভাবে পরিজ্ঞাত থাকেন।

www.ahlehadeethbd.org

يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُودُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۔

তিনি তাঁহার জ্ঞানের যতটুকু [যাহাকে আয়ত্ব করাইবার] ইচ্ছা করেন তাহা ছাড়া আর কোন জ্ঞানই লোকে আয়ত্ব করে না। তাঁহার কুরসী[২৬১] নভোমণ্ডলসমূহকে ও ভূমণ্ডলকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে এবং এতদুভয়ের রক্ষণাবেক্ষণে তাঁহার কোন কষ্ট হয় না। আর তিনি অতি উচ্চ, অতি মহান।[২৬২]

২৫৬ لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ

২৫৬। ধর্ম ব্যাপারে কোন যবরদস্তি নাই কেননা, ভ্রান্তি ও ন্যায়-নীতি স্পষ্টরূপে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে।[২৬৩] অনন্তর, যে কেহ তাগূতকে[২৬৪] অবিশ্বাস করত

২৬১। আল্লাহ তা'আলার কালাম ও রসূলুল্লাহ সঃ-র বাণীতে এমন কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় যাহার প্রকাশ্য অর্থ ইসলামী মূলনীতির পরিপন্থী। ঐ বিষয়গুলিকে শরী'অতের পরিভাষায় 'মুতাশাবিহাৎ' متشابهات বলা হয় এবং "কুরসী" হইতেছে ঐ মুতাশাবিহাতেরই একটি। এই মুতাশাবিহাত সম্পর্কে মুমিনদের কর্তব্যের কথা সুরা আলু 'ইমরানের সপ্তম আয়াতে বলা হইয়াছে। ঐ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, মুতাশাবিহাতের তাৎপর্য আল্লাহ ছাড়া আর কেহই জানে না। আরও বলা হইয়াছে যে, যাহারা জ্ঞানে পরিপক্ক তাহারা বলে, "এই মুতাশাবিহাৎ অবোধগম্য হইলেও আমরা উহার যথার্থতায় ঈমান রাখি—এবং ইহাও ঈমান রাখি যে, এই গুলির প্রত্যেকটি আমাদের রব্বের নিকট হইতে আগত।"

কুরসী সম্বন্ধে মুমিনদের ঐ প্রকার ঈমানই রাখিতে হইবে। উহার তাৎপর্য নির্ধারণে বাদানুবাদে লিপ্ত হওয়া মুমিনদের পক্ষে উচিত নয়। কারণ, ঐ প্রকার অনুসন্ধানে কোন ফলোদয় হয় না—অনর্থক সময় নষ্ট করা হয় মাত্র।

২৬২। আয়াতটিতে 'কুরসী' শব্দের উল্লেখ থাকায় ইহাকে 'আয়াতুল-কুরসী' বলা হয়। আয়াতটির ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "আয়াতুল কুরসী" হইতেছে কুরআনের তামাম আয়াতের সরদার"—তিরমিযী।

"আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুওল হাইউল কাইয়ূম"—আয়াতটি হইতেছে আল্লার কিতাবের মধ্যে সর্বাধিক মহান আয়াত—মুসলিম ও আবূ দাঊদ।

রসূলুল্লাহ সঃ-র এই বাণীর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আলিমগণ বলেন,

"ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ তা'আলার কালাম হওয়া হিসাবে কুরআন মজীদের সকল আয়াতের মর্যাদা একই সমান। কাজেই রসূলুল্লাহ সঃ র এই প্রকার বাণীগুলির তাৎপর্য এই হইবে যে, বিষয় বস্তুর গুরুত্ব ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করিয়া রসূলুল্লাহ সঃ এই প্রকার উক্তি করিয়াছেন।

"তারপর, এককভাবে ইবাদত পাইবার যোগ্যতা ও অধিকার, অনাদি-অনন্ত জীবন, স্বয়ংস্থায়ী থাকিয়া সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ, জ্ঞান, মালিকানা অধিকার, ক্ষমতা, ইচ্ছা প্রভৃতি আল্লাহ তা'আলার মূল গুণাবলী এই আয়াতে একত্র বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া রসূলুল্লাহ সঃ আয়াতটিকে সর্বাধিক মহান আয়াত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।"

২৬৩। ধর্ম ব্যাপারে যবরদস্তি না থাকার তাৎপর্য দুই ভাবে ব্যক্ত করা যাইতে পারে।

(এক) ন্যায় অন্যায়, সত্য-অসত্য ও ধর্ম অধর্ম এখন যেহেতু যুক্তি প্রমাণ যোগে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, কাজেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করা ব্যাপারে যোর যবরদস্তি করার কোন প্রশ্নই উঠে না। এখন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ٭

আল্লার প্রতি ঈমান রাখে সে এমন মযবুত দড়িটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিল যে দড়িটি কোনক্রমেই ছিঁড়িবার নয়। আর আল্লাহ অত্যন্ত শ্রবণকারী, অত্যন্ত অবহিত।

২৫৭ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

২৫৭। আল্লাই মুমিনদের অভিভাবক। তিনি তাহাদিগকে বিভিন্ন অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া প্রকৃত আলোকের দিক চালিত করেন।

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

যাহার ইচ্ছা হয় ঈমান রাখুক এবং যাহার ইচ্ছা হয় কুফর করুক—এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

(দুই) ইসলাম ধর্মের মূল হইতেছে ঈমান এবং ঈমান হইতেছে মূলতঃ অন্তরের ব্যাপার। তারপর মানুষের দেহের উপর যোর যবরদস্তি চালাইলে তাহা হয় তো ফলপ্রসূ হইতে পারে—যবরদস্তির ফলে মৌখিক স্বীকৃতি সম্ভব হইতে পারে, দৈহিক ইবাদতও সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু আন্তরিক বিশ্বাস স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ব্যাপার। যোর যবরদস্তি দ্বারা আন্তরিক বিশ্বাস সম্ভবপর হয় না। কাজেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ব্যাপারে যবরদস্তি করা নিষ্ফল ও নিরর্থক। এই আয়াতে যে ঘটনাগুলির দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে বলিয়া তফসীরে উল্লেখ করা হয় তাহার প্রতি এই উভয় তাৎপর্যই প্রযোজ্য। ঘটনাগুলি এই:

(ক) মদীনাবাসী মুশরিকদের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যে সকল স্ত্রীলোকের সন্তানাদি বাঁচিত না তাহাদের কেহ কেহ মানস করিত যে, তাহাদের কোন পুত্র-সন্তান বাঁচিলে তাহারা তাহাকে য়াহুদী ধর্মাবলম্বী করিয়া য়াহুদীদের সোপর্দ করিয়া দিবে। ফলে, ঐ স্ত্রীলোকদের কাহারও পুত্র-সন্তান বাঁচিলে তাহারা তাহাদের উক্ত মানস কার্যে পরিণত করিত। এইভাবে মদীনার মুশরিকদের বহু পুত্র-সন্তান য়াহুদী হইয়া বাস করিতেছিল।

অনন্তর, বানূ-নাযীর য়াহুদী গোত্রকে যখন মদীনা হইতে বহিষ্কৃত করা হয় তখন মদীনাবাসী মুসলিমগণ ঐ সন্তানদের সম্বন্ধে বলে যে, উহারা তো তাহাদেরই পুত্র অথবা তাহাদেরই ভাই বৈ তো নয়। কাজেই তাহারা উহাদেরে তাহাদের সঙ্গে রাখিতে চায়। অনন্তর, এই আয়াত অনুযায়ী ফয়সালা দিতে গিয়া রসূলুল্লাহ সঃ মুসলিমদেরে বলেন, "আল্লাহ তা'আলা ঐ সন্তানদেরে এ বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়াছেন। এখন তাহারা ইচ্ছা করিলে তোমাদের সঙ্গে থাকিতে পারে এবং ইচ্ছা করিলে য়াহুদীদের সহিত থাকিতে পারে।"

এই ফয়সলার পরে ঐ সন্তানগণ য়াহুদীদের সঙ্গে থাকিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাদিগকে য়াহুদীদের সহিত মদীনা হইতে বহিষ্কৃত করা হয়।

(খ) রসূলুল্লাহ সঃ-র ইসলাম প্রচারের পূর্বে আবুল হুসাইন (ابو الحصين) নামক আনসারীর

www.ahlehadeethbd.org

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ

يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ،

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۔

আর যাহারা কাফির তাহাদের অভিভাবক হইতেছে তাগূতেরা। উহারা তাহাদিগকে আলোক হইতে বাহির করিয়া বিভিন্ন অন্ধকারে লইয়া যায়। ঐ কাফিরেরা জাহান্নামের আগুনের সহচর—তাহারা উহাতে দীর্ঘকাল অবস্থানকারী হইবে।

দুই পুত্র খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে এবং অন্য দেশে খৃষ্টানদের সহিত বাস করিতে থাকে। তারপর, রসুলুল্লাহ সাঃর মদীনায় অবস্থানকালে ঐ দুই পুত্র ব্যবসা উপলক্ষে মদীনা আগমন করিলে তাহাদের পিতা তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখে এবং বলে যে, তাহারা যে পর্যন্ত ইসলাম কবুল না করিবে সে পর্যন্ত সে তাহাদিগকে ছাড়িবে না। অনন্তর, ব্যাপারটি রসুলুল্লাহ সাঃর দরবারে পেশ করা হইলে তিনি এই আয়াত অনুযায়ী ঐ পুত্রদ্বয়কে ইসলাম গ্রহণ না করা অবস্থাতেই ছাড়িয়া দিবার আদেশ করেন।

রসুলুল্লাহ সাঃর এই সব ফয়সালার প্রতি লক্ষ্য করিয়া একদল আলিম বলেন যে, এই বিধান আহলুল্‌কিতাব দলগুলির প্রতি প্রযোজ্য। তাহারা জিযয়া দিতে স্বীকৃত হইলেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য তাহাদের প্রতি যবরদস্তি করা চলিবে না। পক্ষান্তরে যাহারা আহলুল-কিতাব নয় তাহাদের সম্মুখে মাত্র দুইটি পথই উন্মুক্ত ছিল—হয় ইসলাম, না হয় কতল।

২৬৪। 'তাগূত' শব্দের অর্থ দুর্দান্ত, অবাধ্য ইত্যাদি; এবং ইহার তাৎপর্য শয়তান, যাদুকর, গণক এবং মুশরিকদের পূজ্য পুতুল ও মূর্তিসমূহ।

www.ahlehadeethbd.org

بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

মুহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলুগুল মরাম—বঙ্গানুবাদ

—আবূ য়ূসুফ দেওবন্দী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ

৩৬৩। ইব্ন-'উমর রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

"যে কেহ আমাদের (মুমিনদের) বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করে সে [বাহ্যতঃ মুমিন হইলেও]আমাদের (মুমিনদের) দলভুক্ত নহে।"

—বুখারী ও মুসলিম।

৩৬৪। আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَمَاتَ فَمِيْتَتُهُ مِيْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ۔

"যে কেহ (আমীরের শরী'আত-সম্মত আদেশ-পালন হইতে বাহির হইয়া যায় এবং মুসলিম জামা'আত হইতে পৃথক থাকিয়া তদবস্থায় মারা যায় (সে বাহ্যতঃ মুমিন হইলেও) তাহার মৃত্যু জাহিলী যুগের মৃত্যুর শামিল।"

—মুসলিম।

৩৬৫। উম্ম সালামা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

"একটি বাগী দল 'আম্মারকে হত্যা করিবে।[১] মুসলিম।

৩৬৬। ইব্ন উমর রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ একদা বলেন,

"هَلْ تَدْرِيْ يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ حُكْمُ اللهِ فِيْمَنْ بَغَى مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ؟" قَالَ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ" قَالَ: "لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيْحِهَا،

১। আম্মার রাঃ সিফফীন যুদ্ধে 'আলী রাঃ-র পক্ষে যুদ্ধ করিবার কালে, হিজরী ৩৭ সনে ৯৩ বৎসর বয়সে শহীদ হন।

এই হাদীস সম্পর্কে সহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নওবী বলেন, "আলিমগণ বলেন, এই হাদীস হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আলী রাঃ ইমারতের ন্যায্য অধিকারী ছিলেন এবং অপর দলটি বাগী দল ছিল। কিন্তু অপর দলটি ইমারতের অধিকার ব্যাপারে মুজতাহিদ ছিল বলিয়া এবং তাহাদের ঐ ইজতিহাদে ভ্রম হইয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে গুনাহগার বলা যায় না।"

তিনি আরও বলেন, "ইহা রসূলুল্লাহ স-এর একটি স্পষ্ট মুজিযা"।

www.ahlehadeethbd.org

وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا، وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا

وَلَا يُقْسَمُ فَيْؤُهَا"

"হে উম্ম-'আব্‌দের পুত্র, এই উম্মত মধ্যে যে ব্যক্তি (আমীরের) বিদ্রোহী হইবে তাহার সম্বন্ধে আল্লার কী হুকম রহিয়াছে, তাহা কি তুমি জান?" তিনি বলেন, "আল্লাহ এবং তাঁহার রসূল অধিকতর অবহিত।" রসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "তাহাদের আহতকে মারিয়া ফেলা হইবে না; তাহাদের বন্দীকে হত্যা করা হইবে না, তাহাদের পলায়নকারীকে গ্রেপ্তার করা হইবে না এবং যুদ্ধকালে তাহাদের লব্ধ মাল-আসবাব মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে না।"—বায্‌যার ও হাকিম।

হাকিম এই হাদীসকে সহীহ বলিয়াছেন। এই ব্যাপারে তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কেননা, ইহার সনদে যে কাওসার ইব্‌ন হাকিম রহিয়াছে সে মুহাদ্দিসদের মতে পরিত্যজ্য রাবী।

হাঁ, 'আলী রাঃ-র বাণী হিসাবে অনুরূপ যে হাদীস বিভিন্ন সনদে বর্ণিত রহিয়াছে এবং যাহা ইব্‌ন আবী শাইবা ও হাকিম রিওয়াত করিয়াছেন তাহা সহীহ বটে।

৩৬৭। শুরাইহ্-পুত্র 'আরফাজা রাঃ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সঃ-কে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি:—

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ يُرِيدُ

أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ"

"তোমাদের শাসন-ব্যাপার ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় যে কেহ তোমাদের জামা'আতকে খণ্ড-বিখণ্ড করিবার উদ্দেশ্যে তোমাদের নিকট আগমন করে তাহাকে হত্যা কর।[২]—মুসলিম।

২। ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা কাবীরা গুনাহ বিশেষ; কিন্তু বিদ্রোহের কারণে কেহ কাফির হয় না। যদি বিনা রক্তপাতে বিদ্রোহ দমন সম্ভব হয় তাহা হইলে ইমামের পক্ষে রক্তপাতের আশ্রয় লওয়া হারাম হইবে।

এই হাদীস হইতে আরও জানা যায় যে, বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রয়োজন হইলে হত্যার আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে। আর পূর্বের হাদীসটি হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, বিদ্রোহ দমিত হইবার পরে বিদ্রোহীদের প্রতি অস্ত্র চালনা করা হারাম হইবে। তখন তাহারা মুমিনোচিত ব্যবহার পাইবার হকদার হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَالْمُرْتَدِّ

অন্যায় কার্য সম্পাদনকারী ও ইসলাম ত্যাগীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা

৩৬৮। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ

"যে ব্যক্তি নিজ ধন-সম্পদ রক্ষার্থ [অপহরণ কারী হস্তে] নিহত হয় সে শহীদ (এর মর্যাদা পায়)"[১] —আবূ দাউদ, নাসাঈ ও তিরমিযী। তিরমিযী ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

৩৬৯। ইমরান ইব্‌ন হুসাইন রাঃ বলেন, উমাইয়া-তনয় য়া'লা একজন লোকের সহিত ঝগড়া করিতে করিতে তাহাদের একজন অপর জনের হাত কামড়াইয়া ধরে। অনন্তর, দংশন-কারীর মুখ হইতে হাত সজোরে টানিয়া ছাড়াইতে গিয়া ঐ অপর ব্যক্তিটি দংশনকারীর সম্মুখস্থ একটি দাঁত উপড়াইয়া ফেলে।

অনন্তর, তাহারা নবী সঃ-র নিকট বিচার প্রার্থী হইলে তিনি বলেন,

اَيَعَضُّ اَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ؟ لَا دِيَةَ لَهٗ

"ষাঁড় উট যে ভাবে কামড় দেয় তোমাদের কেহ কি সেই ভাবে কামড় দিবে? (অর্থাৎ ঐ ভাবে কামড় দেওয়া অন্যায় হইয়াছে। কাজেই) ইহার কোন রক্তমূল্য নাই।"[২]—বুখারী ও মুসলিম; ভাষা মুসলিমের।

৩৭০। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, আবুল কাসিম সঃ বলিয়াছেন,

لَوْ اَنَّ امْرَاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنٍ فَحَذَفْتَهٗ بِحَصَاةٍ فَفَقَاْتَ عَيْنَهٗ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ ۔

"কোন ব্যক্তি তোমার বিনা অনুমতিতে তোমার ঘরের ভিতর উঁকি মারিলে তুমি যদি তাহার প্রতি একটি ঢিল নিক্ষেপ করতঃ তাহার একটি চক্ষু নষ্ট করিয়া ফেল তবে তাহাতে তোমার কোন অপরাধ হইবে না।"[৩] – বুখারী ও মুসলিম।

১। কোন মুসলিম যদি নিজ জান, স্ত্রী পুত্র কন্যাদের জান, নিজ ধন-সম্পত্তি অথবা নিজ দীন রক্ষার্থ নিহত হয়, তাহা হইলে ঐ মুসলিম শহীদের মর্যাদা লাভ করতঃ জান্নাতে যাইবে।

আর ঐ ব্যাপারে আক্রমণকারীকে হত্যা করা যদি অপরিহার্য হইয়া উঠে এবং ফলে ঐ মুসলিম যদি আক্রমণকারীকে হতা করিয়া বসে তাহা হইলে তাহার কোন অপরাধ হইবে না।

২। আক্রমণকারী যদি কাউকে শারিরীক যন্ত্রণা দেয় বা দিতে উদ্যত হয় তাহা হইলে ঐ আক্রমণের হাত হইতে নিজেকে উদ্ধার ও রক্ষা করিবার জন্য আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে আক্রমণকারীকে যে পরিমাণ আঘাত করা অপরিহার্য হইয়া উঠে, আক্রমণকারীকে আক্রান্ত ব্যক্তির সেই পরিমাণ আঘাত ক্ষমার্হ।

৩। দরজা যদি বন্ধ থাকে অথবা দরজায় যদি পরদা লটকান থাকে তবে এই হুকুম প্রযোজ্য হইবে। খোলা দরজায় যদি পরদা লটকান না থাকে তাহা হইলে এই হুকুম খাটিবে না।

www.ahlehadeethbd.org

আহমদ, নাসাঈ ও ইব্‌ন হিব্‌বানের রিওায়াতে আছে,

فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ

"তাহাতে রক্তমূল্যও বর্তিবে না, কিয়াস (অনুপরূ যখর শাস্তি) ও হইবে না।"[২] এই হাদীসটিকে ইবন হিব্বান সহীহ বলিয়াছেন।

৩৭১। 'আযিব-তনয় বারা' রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ ফয়সালা দেন যে,

اِنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى اَهْلِهَا وَاِنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى اَهْلِهَا وَاِنَّ عَلَى اَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا اَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ -

"ইহা নিশ্চিত যে, বাগানের মালিকের কর্তব্য হইতেছে দিনের বেলায় বাগান আগলাইয়া রাখা; আর গৃহপালিত পশুর মালিকের কর্তব্য হইতেছে রাত্রিকালে পশু আগলাইয়া রাখা। আবার ইহাও নিশ্চিত যে, গৃহপালিত পশু রাত্রিকালে যে ক্ষতি করে তাহার জন্য পশুর মালিক দায়ী।" — আহমদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবন-মাজা ও ইবন-হিব্বান। ইবন-হিব্বান ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার সনদে গোলমাল রহিয়াছে।

৩৭২। একজন লোক মুসলিম হইয়াছিল। তারপর সে য়াহুদী হয়। ঐ লোকটি সম্পর্কে জাবাল-তনয় মু'আয রাঃ বলেন, "তাহাকে যে পর্যন্ত কতল করা না হয় আমি বসিব না। আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলের ফয়সালাই এই।"

অনন্তর, উহাকে কতল করার হুকম হয় এবং উহাকে কতল করা হয়। — বুখারী ও মুসলিম।

আবূ-দাউদের একটি রিওায়াতে আছে, "উহার পূর্বে তাহাকে তওবা (করতঃ য়াহুদী ধর্ম পরিত্যাগ) করিতে বলা হইয়াছিল।"[৫] (কিন্তু সে তাহাতে স্বীকৃত না হইলে পরে তাহার কতলের হুকম দেওয়া হইয়াছিল।)

৩৭৩। ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ

যে মুসলিম তাহার দীন ইসলামের পরিবর্তে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে তাহাকে তোমরা হত্যা কর। —বুখারী

৪। ইহা সামাজিক ব্যবস্থাবিশেষ। মদীনার তৎকালীন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছিল। দেশ-কালভেদে ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে এবং তাহাতে কোন অপরাধ হইবে না।

৫। কোন মুসলিম ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করতঃ অন্য ধর্ম গ্রহণ করিলে তাহাকে মুরতাদ্দ বলা হয়। কোন মুসলিমের মুরতাদ্দ হওয়ার খবর পাওয়া গেলে মুমিনদের ইমাম বা আমীর ঐ মুরতাদ্দকে তওবা করিয়া পুনরায় ইসলামে দাখিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানাইবেন। ফলে, সে যদি তওবা করতঃ দীন ইসলামে ফিরিয়া আসে তাহা হইলে তাহার কোন শাস্তি হইবে না। পক্ষান্তরে, সে যদি দীন ইসলামে ফিরিয়া আসিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে ইমাম বা আমীরের আদেশক্রমে তাহাকে হত্যা করা হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

৩৭৪। ইবন 'আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, এক অন্ধ মুসলিমের একটি উম্ম-অলাদ বাঁদী ছিল। ঐ বাঁদীটি নবী সঃ-র উদ্দেশ্যে গালি দিত ও শ্লেষ-বিদ্রূপ করিত আর ঐ মুসলিম লোকটি তাহাকে উহা করিতে নিষেধ করিত। কিন্তু বাঁদীটি উহা হইতে বিরত হয় নাই।

অনন্তর, কোন এক রাত্রিতে অন্ধ লোকটি ড্যাগার (ছোরা) লইয়া বাঁদীটির পেটের উপর রাখিল। অনন্তর উহার উপরে জোরে চাপ দিয়া বাঁদিটিকে হত্যা করিল। এই ঘটনার সংবাদ নবী সঃ-র নিকটে পৌঁছিলে তিনি বলেন,

أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ

হুশয়ার। তোমরা সাক্ষী থাক, ঐ বাঁদীটির খুনের কোন দণ্ড নাই। —আবূ দাউদ। হাদীসটির রাবীগণ বিশ্বস্ত।

৬। ইমাম শওকানী রহঃ বলেন, ইবন 'আব্বাসের হাদীস হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কেহ যদি রসূলুল্লাহ সঃ-কে গালি দেয় তাহা হইলে তাহার শাস্তি প্রাণদণ্ড হইবে।

তারপর, ইমামগণ সকলেই এ বিষয়ে এক মত যে, রসূলুল্লাহ সঃ-কে গালি দেওয়া কুফরী কাজ। কাজেই কোন মুসলিম যদি রসূলুল্লাহ সঃ-কে গালি দেয় তাহা হইলে তাহারও প্রাণদণ্ড শাস্তি অবধারিত।

আর কোন অমুসলিম যিম্মী যদি রসূলুল্লাহ সঃ-কে গালি দেয় তাহা হইলে অধিকাংশ ইমামের মত এই যে, যিম্মীকে নিরাপত্তার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় সেই প্রতিশ্রুতিটি ঐ যিম্মী নবী সঃ কে গালি দিয়া ভঙ্গ করিয়া ফেলে। কাজেই তাহারও প্রাণদণ্ড অবধারিত। কিন্তু কোন কোন ইমাম বলেন যে, নবী সঃ-কে গালি দেওয়া যেহেতু একটি কুফরী কাজ, কাজেই ঐ যিম্মী নবী সঃ কে গালি দিবার পরে যদি দীন ইসলামই কবূল করে, তাহা হইলে তাহার ইসলাম গ্রহণের ফলে তাহার ঐ পূর্বকৃত অপরাধ ক্ষমার্হ হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

পূর্ব পাকিস্তানে আহ্‌লে-হাদীস ইতিহাসের উপকরণ

মওলানা এলাহী বখশের পুঁথি

—মোহাম্মদ আবদুর রহমান

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

"হেদায়েতুল মুত্তাকিন"

মওলানা এলাহী বখশ সাহেবের তৃতীয় পুঁথির নাম হেদায়েতুল মুত্তাকিন। কভার পেজ না পাওয়ায় উহার প্রকাশের তারীখ এবং মুদ্রণ স্থলের সঠিক তথ্য জানিতে পারি নাই। তবে এরূপ মনে করার কারণ রহিয়াছে যে, উহা বাং ১৩২০ সালের মধ্যে—কলিকাতা হইতে মুদ্রিত হইয়া শরীফপুর হইতে প্রকাশিত হয়।

কেতাবের শুরুতে নামের নীচেই কুরআন মজীদের এই আয়াত লিখিত হইয়াছে ঃ—

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا

فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ۝

"তোমরা আল্লাহ এবং রসূলের আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন কর।

যদি তোমারা বিমুখ হও, তবে (জানিয়া রাখিও) আল্লাহ কাফিরদিগকে ভালবাসেন না।'

উপরোক্ত আয়াতের উধৃতিতে এই ইঙ্গিতই রহিয়াছে যে, যাহারা আল্লাহ এবং রসূলের নির্দেশ অমান্য করিয়া চলে তাহারাই কাফের এবং কাফেরকে আল্লাহ ভালবাসেন না।

ঈমান আনার পরে মুসলমান কি উপায়ে ও কিসের বলে মুত্তাকী নামে অভিহিত হইতে পারে এবং কোন কাজ করার ফলে অথবা কোন কাজে অবহেলা প্রদর্শনের পরিণামে ফাসেক ও বেদাতীতে পরিণত হয় এই পুঁথিতে তাহাই খোলাসাভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ফিস্‌ক ও বিদআতের পশ্চাতে ধাবিত হওয়ার ভয়ংকর পরিণাম সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারিত হইয়াছে।

মুত্তাকী হওয়ার জন্য ইসলামের বিধান মতে যে সব উপায় ও পন্থা রহিয়াছে, পুঁথিকার তাহা মোটামুটি উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতিপয় বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়াছেন। মুত্তাকী-পরহেযগারের মোটামুটি পরিচয় এই ঃ

১। সে আল্লাহ এবং রসূলের উপর তাঁর বিশ্বাসকে অকপট, অকৃত্রিম ও দৃঢ় করে।

২। সে পূর্ণ হেফাযতের সঙ্গে নামায আদায় করে।

৩। সে রমযান মাসে পূরা হকের সহিত রোযাব্রত পালন করে।

৪। যথাযোগ্য অর্থশালী হইলে সে হজ্জ সমাধা করে।

৫। সে হিসাব মত যাকাত দেয় ও ওশর আদায় করে।

৬। সে সযত্নে স্বীয় স্ত্রীর পরদা রক্ষা করে। (যে করেনা হাদীস মতে সে দাইউস)।

৭। সে সর্বপ্রকার হারাম ও অন্যায় কাজ হইতে দূরে অবস্থান করে।

৮। সে সুদ দেয় না, নেয় না এবং সুদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না।

৯। সে মুর্দা সুন্নতকে জারি করে।

১০। সে হক কথা প্রচার করে, অন্যায় কাজ হইতে লোকদের বারণ করে।

১১। যাহারা নসিহত অমান্য করে—যাহারা ফাসেক, ফাজের ও বেদাতী সে তাহাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১২। সে মানুষকে ভালবাসে শুধু আল্লার ওয়াস্তে এবং তাহার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে আল্লারই ওয়াস্তে।

১৩। আর যত নয়া কাম ২
রছুল ও ছাহাবা বাদে হইল তামাম *
দিল তাহাকে ছাড়িয়া ২
ছুন্নতেকে হাতে দাঁতে ধরিল কসিয়া *

তারপর পুঁথিকার খাটি আহলেহাদীস মোহাম্মদীর পরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন ঃ

যেই মহাম্মদী হবে, ২
রছুলের ছুন্নতেকে মজবুত ধরিবে *
যেই মহাম্মদী হবে, ২
হাদীছ পাইলে আছারেকে নাহি লিবে *
... ...
যবে হাদীছ না পাবে, ২
ছাহাবির কওল ও ফেলে আমল করিবে *
যেই মহাম্মদী হবে, ২
তাহাজ্জোদ হর রাত্রে পড়িবে *
শুন ওহে বন্ধুগণ, ২
কোরান ও হাদীছের উল্টা না কর কখন *
যেই খেলাফ করিবে, ২
আদাওতি তার সঙ্গে জাহের করিবে *
তার সঙ্গে ভাইগণ,
সালাম ও কালাম আর খাওন পিওন *
বন্ধ দেহ না করিয়া, ২
দেখ খোদা ফরমাইল কেমন করিয়া *
আর রছুল তেনার, ২
ছাহাবার সঙ্গে কেমছা করিল বেভার *
দেই বয়ান করিয়া, ২
পড়িয়া আমল কর খোদাকে ডরিয়া *

অতঃপর কা'আব ইবনে মালিক এবং তাঁহার দুই সঙ্গী জিহাদে ঘটনাচক্রে যোগদান করিতে না পারার কারণে রসূলুল্লাহ (দ) তাহাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন—তাহার বিবরণ কুরআন ও হাদীস হইতে দেওয়া হইয়াছে।—(১৭—১৮ পৃষ্ঠা)

কিন্তু মওলানা মরহুম মুত্তাকীর উপরোক্ত ১২।১৩ দফা কাজের মধ্যে এই কেতাবে যে কয়টি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন তাহার ভিতরেই তাঁহার প্রবণতা ও জীবন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

মওলানা মরহুম তাঁহার ওয়ায নসীহতে, বৈঠকী আলোচনায় এবং দিবা রাত্রির সর্ব সময় সকল আলাপ আলোচনায় "আল্ হুব্বু লিল্লাহ ও বুগ্যু লিল্লাহ" এর উপর বিশেষ জোর দিতেন। হেদায়েতুল মুত্তাকীনেও আমরা উহার স্বাক্ষর দেখিতে পাই।

মুত্তাকীর প্রধান পরিচয় আল্লার প্রতি তাহার খালেস মুহব্বত—অকপট ও অকৃত্রিম, নিষ্কলুষ ও বিশুদ্ধ, একাগ্র ও একনিষ্ঠ ঐশী প্রেম। এই ঐশী প্রেম আল্লার খলীল ও হবীব, রসূল ও বান্দা মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) প্রতি ভালবাসার সৃষ্টি করিবে এবং উভয়ের প্রতি এই ভালবাসার যথার্থ পরিচয় আল্লার রসূলের (দঃ) একনিষ্ঠ অনুসরণ এবং উহার ফলশ্রুতি ঃ আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলের ভালবাসা লাভের মধ্যে মিলিবে।

আল্লাহ এবং রসূলের ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে আল্লার প্রিয় বান্দা এবং রসূলের খাঁটি উম্মতদিগকেও ভালবাসিতে হইবে। আর যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধাচারী তাহাদের উপদেশ দিতে হইবে, সৎ পথে আনার সর্বপ্রকার চেষ্টা চালাইতে হইবে—উহাতে ব্যর্থ হইলে তাহাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ ও তাহাদের সংশ্রব এড়াইয়া চলিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে মওলানা মরহুম কয়েকটি হাদীস তাঁহার পুঁথিতে উধৃত করিয়াছেন। এখানে কয়েকটির শুধু "মতন" উল্লিখিত হইল।

من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان

যে জন করিল দুস্তি ওয়াস্তে আল্লার।
ইমান কামেল সেই করল আপনার॥

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যে জন দুষমনি রাখে ওয়াস্তে খোদার।
ইমান কামেল সেই করল আপনার ॥
যে জন যা কিছু দিল ওয়াস্তে আল্লার।
ইমান কামেল সেই করল আপনার ॥
যে জন না দিল কিছু ওয়াস্তে আল্লার।
ইমান কামেল সেই করল আপনার ॥

افضل الاعمال الحب فى الله والبغض فى الله •

উত্তম আমল বটে মধ্যে আমলের।
দুস্তি ও দুসমনি রাখা ওয়াস্তে রব্বের ॥

অর্থাৎ—

দুস্তি করা সাতে নেক লোকদের।
উত্তম আমল এই জানহে মাহের ॥
বদ লোকদের সঙ্গে দুসমনি রাখিলে।
দাখেল হইবে সেই উত্তম আমলে ॥

মুমিনকে মনুষ্যকুলের মধ্যে সর্বাধিক ভালবাসা দিতে হইবে আল্লার রসূলকে। প্রিয় নবী (দ) বলেন:

لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين

তোমাদের মধ্যে হৈতে যদি কোনজন।
মহব্বত জেয়াদা নাহি করে মোর কারণ ॥
বাপ আর বেটা আর সব লোক হৈতে।
জিয়াদতি দুস্তি খোদা রছুলের সাতে ॥
যে নাহি রাখিবে সেই না হবে মমিন।
হাদীছের মানে এই করিবে একিন ॥

ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا

যে জন খোদাকে রব্ব বরহক জানিয়া।
রাজি হৈল উপরতে একিন করিয়া ॥
আর মুহাম্মদ ও দিন ইছলাম তরে।
বরহক জানিয়া রাজি হয় তার উপরে ॥
... ...
যেই জন ইমানের মজাকে চাখিল।
মুমেন কামেল ভাই সেই জন হৈল ॥

এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা মানুষদিগকে কোন নির্দিষ্ট কাজ করার হুকুম প্রদান করে, কিন্তু নিজেরা তাহা পালন করে না, আর আল্লাহ ও তাঁহার রসূল (দঃ) তাহাদিগকে যে কাজ করার নির্দেশ দেন নাই—এমন কাজ তাহারা করিতে থাকে। মুসলমানরূপে পরিচয় দিলেও এমন লোককে অবশ্যই আল্লাহ এবং তদীয় রসূলের (দ) বিরুদ্ধচারী রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে ইমাম মুসলিম কর্তৃক সঙ্কলিত ইবনে মসউদের এক হাদীসের উধৃতি দিয়া লেখক উহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন:

এমন ব্যক্তির সঙ্গে শুহে মুছলমান।
যদি পার লড় হাতে রছুল ফরমান ॥

অর্থাৎ—

যদি হস্ত দিয়া মারিয়া উহারে।
ঐ বুরা কাম হৈতে পার ফিরাবারে ॥
তবে ত ইমান কামেল হইবে তোমার।
কিছুমাত্র সক ও সোবা না করিবে আর ॥
আর যদি হস্ত দ্বারা না পার করিতে।
জবানেতে লড় তার সঙ্গে বিধিমতে ॥
নরম জবানে নছিহত কর তারে।
যাহাতে সে বুরা কার্য্য শীঘ্র কইরে ছাড়ে ॥
এমন প্রকার যদি কর বেরাদার।
মধ্যম প্রকার ইমান রহিবে তোমার ॥
আর যদি জবানেতে না পার করিতে।
দেল দ্বারা লড় ভাই তাহার সঙ্গেতে ॥
এই মত দেলে যেই দুসমনি রাখিবে।
জইফ ইমানওয়ালা সেইজন হবে।
আর এই তিন ছাড়া নাহিক ইমান।
একিন করিয়া মান রছুল ফরমান ॥

ইসলামের মুখালেফদের সঙ্গে মুমেনগণের দুস্তি-মহব্বত না রাখার নির্দেশমূলক কতিপয় আয়াত কুরআন মজীদের সূরা মুজাদিলার ২য় রুকু,

www.ahlehadeethbd.org

সূরা নিসার ১১শ রুকু, সূরা মায়েদার ৭ম রুকু এবং সূরা তওবার ২য় রুকু হইতে উধৃত করিয়া লেখক-- উহার ব্যাখ্যা বিষদভাবে বুঝাইয়া দিয়া অবশেষে পাঠক সমাজের উদ্দেশ্যে বহু মূল্যবান নসীহত করিয়াছেন।

মওলানা এলাহী বখশ সাহেবের মতে মুত্তাকী মুসলমানের অন্যতম কর্তব্য হইবে আম্‌র বিল মা'রুফ ও নাহ্‌য়ী আনিল মুনকার—মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ হইতে বারণ করা।

অসৎ কাজ হইতে বারণ না করার পরিণতি সম্পর্কে মুসলমানদের হুশিয়ার করার জন্য তিনি রসূলুল্লার (দঃ) সেই সুপরিচিত হাদীসটির উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে বলা হইয়াছে :

এক জাহাজের আরোহীদের মধ্যে কতক লোক ছিল উপর তালায় আর কতক লোক নীচের তালায়। পুঁথির ভাষায় :

নিচের তালাতে যারা ছিল লোকজন।
উপরে যাইত তারা পানির কারণ॥
তাহাতে উপরওয়ালার তকলিফ হইল।
সেই জন্য পানি নেওা বন্ধ কইরে দিল॥
যখন দেখিল নিচেওয়ালা লোকজন।
পানি বন্ধ কইরে দিল মুদের কারণ॥
এক দুরাচার তাতে কুড়ালী লইয়া।
জাহাজের নিচে নামে খুদার লাগিয়া॥
যখন জাহাজ সেই খুদিতে লাগিল।
শব্দ পেয়ে উপরওয়ালা নিচেতে নামিল।

কি করছ, কি করছ! বলিয়া তাহারা চীৎকার করিল। হাদীসে বলা হইয়াছে যদি তাহারা আগাইয়া গিয়া সেই রুষ্ট ও ক্ষুব্ধ নীচের লোকটির হাত পাকড়াও করিয়া উহাকে বিরত রাখে তবে সকলেই রক্ষা পায়। আর যদি উহাকে ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে সেই ক্রুদ্ধ লোক জাহাজ বিদীর্ণ করিয়া উহা ডুবাইয়া দেয় এবং সকলেই সলিল সমাধি লাভ করিয়া হালাক হইয়া যায়!

তাই মওলানার উপদেশ এই যে,

যদি কোন জনে গোনা করিতে দেখিবে।
তাকত থাকিলে তাকে রুকিয়া রাখিবে॥
শক্তি থাকিতে যদি নাহিক রুকিবে।
বরঞ্চ তাহাকে তুমি দেখিতে থাকিবে॥
তবেত জাহাজীর ন্যায় তুমিও হইবে।
মানা না করিয়া তুমি দোজখে যাইবে॥

দাউদ (আঃ) এর সময় নিষিদ্ধ দিবসে ছল করিয়া মৎস্য আটকাইয়া রাখিয়া একদল বনি ইসরাইল, এবং তামাসা দেখিয়া অপর দল কিরূপে আল্লার গযবে পড়িয়াছিল এবং তৃতীয় দল অন্যায় কাজ হইতে মানা করার কল্যাণে কিরূপে বাঁচিয়া গিয়াছিল সে কাহিনীও পুঁথিতে বর্ণিত হইয়াছে। আজও অন্যায় কাজ দেখিয়া যাহারা চুপ করিয়া থাকিবে এবং বিনা প্রতিবাদে অন্যায় কাজের সংঘটন দর্শন করিবে তাহাদিগকেও গযবে এলাহীতে গেরেফতার হইতে হইবে। মওলানার ভাষায় :

এই মতে যেই জন খেলাফ দেখিয়া।
সেখান হইতে নাহি যাইবে চলিয়া॥
করনেওয়ালা দেখনেওয়ালা দুহাকার তরে।
আজাব করিবে আল্লা দোজখ ভিতরে॥

যথাসাধ্য নিষেধ এবং উত্তম নসীহতের পরও যদি মুসলমান অন্যায় কাজ হইতে বিরত না হয় তখন মুত্তাকী লোকদিগকে কি করিতে হইবে? এই অবস্থায় মওলানা মরহুমের নির্দেশ এই :

মোছলমান যেই জন করে গোনা কাম।
তার সঙ্গে বন্ধ কর ছালাম কালাম॥

অবশ্য ইহা তাঁহারই কথা নয়। তাঁহার এই নির্দেশের উৎস রসূলুল্লার কতিপয় কাউলী ও ফে'লী হাদীস। এই প্রসঙ্গে তিনি রসূলুল্লার কয়েকটি হাদীস বুখারী তিরমিযী ও আবূ দাউদ হইতে উধৃত করিয়াছেন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হযরত পীরানে পীর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শাইখ আবদুল কাদির জীলানীর গুণিয়াতুওালেবীন হইতেও দুইটি এবারত উধৃত করিয়াছেন। অতঃপর ই'উশা নবীর (আঃ) সময় ৬০ হাজার বদলোকের সঙ্গে ৪০ হাজার নেককার লোকের ধ্বংস হওয়ার সংবাদও উল্লেখ করা হইয়াছে। সৎকর্মশীল লোকদের ধ্বংসের সংবাদে বিস্মিত ই'উশা নবীর (আঃ) প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তাহাদের ধ্বংসের কারণ সম্পর্কে বলিতেছেন:

তাহাদের সঙ্গে এই চল্লিশ হাজার।
দুস্তিভাব ও খাওা পেওা করে বেসুমার॥

রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন:

لاتصحب الا مومنا و لا ياكل طعامك
الاتقى - رواه ابوداؤد

দুস্ত না বানাও ছাড়া মোমেন লোকেরে।
মুত্তাকিকে ছাড়া না খিলাও খানা কারে॥

পুঁথির শেষ কয়েক পৃষ্ঠায় পুঁথিকার মুসলমান-দের উদ্দেশ্যে বহু দেল-পছন্দ নসীহত করিয়াছেন। তন্মধ্যে বিদ্‌আত সম্পর্কে হুশিয়ার বাণী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

যাহারা খোদা রছুলের নাফরমানী করে।
দিনে বেশী কমি করে ফেরেবেতে পড়ে॥
রায় আর কিয়াছকে দখল সে দিয়া।
দিন মোহাম্মদির তরে দেয় বিগাড়িয়া॥
দিনে নয়া পয়দা করে এমন কথন।
রছুলের কালে যাহা না ছিল কখন॥
কোন মতে না আছে কোরান ও হাদীসেতে।
নাহি পাওা যায় তারে ছাহাবি হইতে॥
তাহাকে বেদাত বলে জান বন্ধুগণ।
এমন বেদাআত পিছে না যাও কখন।
যে কেহ বেদাত দিনে জাহের করিবে।
আর যে তাহাকে ভাই আমলে আনিবে॥
তাহাদের পিছে নামায না পড় কখন।
নামাজ তাহাদের নাহি হয় কদাচন॥

বেদাতীর কোন আমলই আল্লা কবুল করেন না। হাদীসে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ও কঠোর ঘোষণা রহিয়াছে। পুঁথিতে ইবনে মাজার এমনি একটি হাদীসের তর্জমা করা হইয়াছে এইভাবে:

রেওায়াত আসিয়াছে হুজায়েফা হইতে।
ফরমিয়াছে রছুলুল্লা পাক জোবানেতে॥
বেদাতির নামাজ রোজা ছাদকা আর হজ।
উমরা ও জেহাদ আর নফল ফরজ॥
কবুল না করিবেক পাক পরওারে।
এমন খবর আছে হাদিছ ভিতরে॥
এছলাম হইতে ঐ বেদাতি বেপির।
আটা হৈতে চুল যেয়ছা হৈয়া যায় বাহির॥

সর্বশেষে 'হেদায়েতুল মুত্তাকিন' হইতে পুঁথি-কারের ত্রিপদী ছন্দে লিখিত "মোনাজাত ব-দরগাহে কাজিওল হাজাত" এর অংশবিশেষ উধৃত করিয়া এই পুঁথির আলোচনা ইতি করিতেছি। মুনাযাতের ভাব ও ভাষা উভয়ই লক্ষণীয়—বিশেষ করিয়া আরবী পারসী শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ প্রশংসনীয়।

এবে ডাকি হে গাফফার। গোণায় আছি গেরেপ্তার॥
দয়া কর আমি অধীনের অহে করতার *
ডাকিতেছি কাতরে, কান্দি গজবের ডরে॥
যদি না তাকায়ে দেখ তবে ডাকিব কারে *
অহে মাবুদ কারসাজ, তুমা ছারা নাহি কাজ॥
সকলেই তোমার মুহতাজ তুমি বটে বেনেয়াজ *
আমি নাদান গোণাগার, গোণা করি বেশুমার॥
ফেরেবেতে গেরেপ্তার আছি নফছ আম্মারার *
পিতামাতা ফরজন্দান, জরু [illegible] খান্দান॥
মুছলেম ও ইত্যাদিগণে নেগা রাখহে ছোবহান *
মউতের কালেতে, রাইখ ইমান ছাবেতে॥
ধুকা যেন দিতে নাহি পারে শয়তান কমজাতে *
যত কষ্ট আছে আর, সকল হৈতে হে ছাত্তার॥
বাচাইয়া লিও মোরা আছি সবে গোনাগার *
এই আশা হে গাফফার, দরগায় করি বেশুমার॥
করিম ও রহিম তুমি মোরা সবে খাতাদার *
এসব রোদনা সবার, কবুল কর করতার॥
এই ভিক্ষা চাহি আমি বখশ অতি গোনাগার *

www.ahlehadeethbd.org

পুঁথির শিরোদেশে উধৃত হইয়াছে এই আয়াত

ان اكرمكم عند الله اتقكم

"তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানীয় ব্যক্তি সেই—যে তোমাদের মধ্যে অধিকতম মুত্তাকী—পরহেযগার ধর্মভীরু। মানুষের প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা নিরূপিত ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় তাঁহার তক্ওয়ামূলক কাজের দ্বারা, অন্য কথায় সৎ আমলের দ্বারা। বংশ ও রক্তের নির্দিষ্ট ধারা অথবা বিশেষ পেশা দ্বারা কাহারও গৌরব যেমন বর্ধিত হয় না, তেমনি কাহারও সামাজিক মর্যাদাও ক্ষুন্ন হয় না।

ইহাই ইসলামের শিক্ষা। কিন্তু বিভিন্ন দেশে বিজাতীয় ধর্ম, সভ্যতা, ঐতিহ্য ও রেওয়াজের সংস্পর্শ প্রভাবে মুসলিম সমাজেও বংশ, গোত্র, রক্ত, পেশা প্রভৃতির কৌলিন্যের অহমিকায় একটা আভিজাত্য বোধ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে এবং ঐসব বস্তুকে ভিত্তি করিয়া মুসলিম সমাজ আশরাফ, আতরাফ, সৈয়দ, মুগল, পাঠান, শেখ প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে সামাজিক শ্রেণীভেদের প্রাচীর উত্থিত হইয়াছে এবং কৌলন্যের শুন্যগর্ভ গৌরবে তথাকথিত আশরাফ—'আতরাফ'কে হেয় ভাবিতে শিখিয়াছে। পরিণামে উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও সামাজিক মেলামেশার সহজ ও স্বাভাবিক পথ প্রায় রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

সর্বপ্রকার অনৈসলামিক অনাচার দুরীভূত করার ব্রত লইয়াই পাক-ভারতে আহলে হাদীস আন্দোলন উত্থিত হয়। তাই শুধু শরীঅত এবং এবাদতের আনুষ্ঠানিক বিষয়াদিতে এই আন্দোলন যেমন কুরআন এবং হাদীসের পুরাপুরি অনুসরণের উপর জোর দিয়াছে, তেমনি সামাজিক জীবনে বদ্ধমূল শির্ক ও বিদ্‌আত, কুপ্রথা ও অনাচার প্রভৃতির সংস্কার ও সংশোধন করার কাজকেও উহার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত রাখিয়াছে। তথাকথিত বড়লোকদের মধ্যে এই আন্দোলন বেশী জনপ্রিয় না হওয়ার এবং কৃষক, শ্রমিক, বস্ত্রশিল্পী, মৎস্যজীবী প্রভৃতি সাধারণ লোকদের মধ্যে উহা ব্যাপক আবেদন সৃষ্টি করার পশ্চাতে আন্দোলনের উপরোক্ত বিশেষ দৃষ্টি ভঙ্গীর প্রভাব অনস্বীকার্য।

এই পুঁথিতে কুরআন ও হাদীসের উজ্জ্বল আলোকে প্রচলিত কৌলিন্যের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া আল্লার দৃষ্টিতে সম্মান ও মর্যাদার আসল মানদণ্ড কি তাহাই পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন হালাল ব্যবসা অবলম্বন করার ফলে কেও অসম্মানের পাত্রে পরিণত হয় না—একথা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানর জন্য মৎস্য ব্যবসায়ীকে সম্মুখে আনা হইয়াছে।

'শায়েরের কালাম' শিরোনামে লেখক শ্রেণীবর্ণ নির্বিশেষে সকল মুসলমানকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :

মনুষ্য সকলি হও আদমের ফরজন্দ।
আদমেকে করে খোদা খাকেতে পছন্দ।
আদমের পচা পানিতে মনুষ্য করিল।
তাহাতেই দুনিয়ার বাজার বসাইয়া দিল॥
নবি অলি বাদশা আদি যত দুনিয়ার।
সমস্ত আদম হৈতে জান দিনদার॥
সকলেই একুই বটে বেশী কমি নাহি।
কিন্তু আমলেতে ভিন্ন জানিবেন ছহি॥
খোদার বন্দেগী ভাই যে কেহু করিবে।
সেই বড় বটে একিনে জানিবে॥
পেসাতে বিভিন্ন হইলে বড় নাহি হয়।
এই বাত সত্য বটে জানিবে নিশ্চয়॥

জীবনধারণের জন্য যে কোন হালাল পেশা অবলম্বন করায় কেহই নিন্দার্হ হয় না। কারণ সেই অবস্থায় নবী রসুলগণও নিন্দার পাত্রে পরিণত হইবেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ হযরত আদম (আঃ) কাপড় বুনেন, নূহ (আঃ) সুতারী করেন, ইব্রাহীম (আঃ) জমি চাষ করেন, শুয়াইব (আঃ) বকরি চরান, মূসা (আঃ) রাখালী করেন, নবী-বাদশাহ দাউদ (আঃ) ও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তদীয় পুত্র সুলায়মান যথাক্রমে কামারী করিয়া ও চাটাই, পাখা প্রভৃতি বানাইয়া সেই উপার্জনের পয়সা দিয়া নিজেদের ও পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণ করেন। এমন কি আমাদের রসূলে মকবুলও (দঃ) প্রথম জীবনে বকরীর রাখালি করিয়া এবং শেষ জীবনে সময় সময় নোকরীর দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া দিন গুজরান করেন।

খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে হযরত আবুবকর কাপড়ের পেশা, হযরত ওমর ইটের ব্যবসা ও হযরত আলী চাকরী দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন।

ইহার পর পুঁথিকার মওলানা এলাহী বখশ জাল ইত্যাদির সাহায্যে পানি হইতে মৎস্য ধরা এবং তাহা বিক্রি করা ইসলামের দৃষ্টিতে যে মোটেই নিন্দনীয় নয় তাহা কুরআনের বহু আয়াত, তফসীর-কারদের বহু ব্যাখ্যা ও মন্তব্য এবং হাদীস গ্রন্থ ও ইতিহাস হইতে উদ্ধৃতি উপস্থাপিত করিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। তিনি বিশেষ করিয়া বনি ইসরাইলের মৎস্যজীবী গোত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত দাউদের (আঃ) সময় উহারা মৎস্য ধরিত, বিক্রয় করিত এবং লবণ দিয়া সংরক্ষণ করিত। এইভাবে فكثرت اموالهم তাহাদের অর্থসম্পদ বর্ধিত হইল (রুহুল বয়ান)। তাহারা

اخذوا السمک واستغنوا بذالك

মৎস্য ব্যবসায় ধরিল ও ধনবান হইল (তফসীর কবীর)। হযরত ঈসা যে হাওয়ারীগণকে আল্লার দীনের আনসাররূপে প্রাপ্ত হন তন্মধ্যে--

بعضهم من الملوك وبعضهم من صيادى

যার গোর আছে যার পৃথিবী ভিতর।
বাজে লোক বাদশা বটে বাজে মাহিগীর ॥

পুঁথিকার বলেন,

বনি এছরাইলগণ এ পেশা করিল।
ইহাদের গোর হৈতে মুছা পয়দা হৈল ॥
দাউদ ছুলেমান ও ঈছা এ গোরেতে হৈল।
তওরাত জব্বুর ইঞ্জিল ইনিরা পাইল ॥
আর এই গোর বিচে চাহার হাজার।
পয়গম্বর পয়দা হৈল কেতাবে আসকার ॥

(তফসীর আযীযী, ২২৫ পৃঃ)

মৎস ধরা এবং মৎস্য ব্যবসাকে আল্লাহ তা'লা হালাল করিয়া কুরআন মজীদে আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন। মওলানা মরহুম সেই আয়াত উধৃত করিতেও বিস্মৃত হন নাই—

احل لكم صيد البحر وطعامه السح

ফরমাইল আল্লা পাক কোরআন মাঝার।
ছুরা 'মায়েদাতে' দেখ অহে বেরাদার ॥
হালাল করিনু আমি তোমাদের তরে।
দরিয়ার শিকার আর উহার খানারে ॥

মনুষ্যসমাজকে বিভিন্ন গোত্র ও কবিলায় বিভক্ত করার তাৎপর্য, সমস্ত মুসলমানকে এক ভ্রাতৃসঙ্ঘের অধীন ও সমান অংশীদাররূপে থাকিয়া ঐক্য, মিলন ও সম্প্রীতির সহিত বসবাসের নির্দেশমূলক আয়াত-সমূহ উধৃত ও উহার ব্যাখ্যা করার পর লেখক কুফু সম্পর্কে দীর্ঘ দিনের সংস্কার ও ফেকায় নির্দেশিত ব্যাখ্যার ভ্রান্তি অপনোদনের পর বলিতেছেন;

পেশাতে কুফু না হবে অহে বেদারর।
দিনেতে হইবে কুফু কেতাবে খবর ॥
তাহার প্রমাণ দেই পড়িয়া লইবে।
তবেত এনকার হইতে নাজাত পাইবে ॥

এই প্রসঙ্গে সুরা বাকার ২৬ রুকুর একটি আয়াত এবং ৫টি হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে।

রসূলুল্লাহ (দঃ) কুরআনকে নিজে কার্যে পরিণত করিয়া উহার বাস্তবরূপ দেখাইয়া গিয়াছেন। তথা-কথিত সম্ভ্রান্ত গোত্রের সঙ্গে তথাকথিত পতিত গোত্রের নারী পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া সাম্যের আদর্শ দৃষ্টান্ত তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। উধৃত হাদীসগুলিতে আছে:

(১) রসূলুল্লাহ (দঃ) 'অভিজাত' বংশের ফাতিমা বিন্তে কায়েসকে—তাঁহার গোলাম যায়েদের পুত্র

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উসামাকে স্বামীত্বে বরণের হুকুম দেন।—মুসলিম।

(২) তিনি কুরায়শ বংশীয় যয়নব বিনতে জাহশকে তদীয় গোলাম যায়েদের সঙ্গে বিবাহিত করেন।—যাদুল মা'দ।

(৩) কুরাইশ গোত্রের অন্যতম প্রধান আবদুর রহমান ইব্‌নে আ'উফের ভগ্নির বিবাহ হয় হাবশী গোলাম বিলালের (রাঃ) সঙ্গে।—দার কুতনী ও নায়লুল আওতার।

৪। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু হেন্দ হাজ্জামের সঙ্গে বনি বিয়াযার কন্যার বিবাহ দেওয়ার নির্দেশ দেন—হাকিম।

৫। রসুলুল্লাহ (দঃ) সাহাবিদিগকে বলেন, যাহার দ্বীন ধর্ম আদত খাসলাত তোমাদের ভাল লাগে তাহার নিকট (স্বীয় কন্যাকে) বিবাহ দাও।

বলে ছাহাবিরা অহে রছুল আল্লার।
যদি মন্দ থাকে হাছব নছবে তাহার॥

রসুলুল্লাহ (দঃ) এই কথার প্রত্যক্ষ জওয়াব না দিয়া বলেন, যদি তোমাদের পসন্দ হয় তাহার ধর্মকর্ম, আদত অভ্যাস ও আচরণ চরিত্র তবে তাহারই নিকট বিবাহিত কর তোমাদের কন্যাকে। তিনবার এই কথা উচ্চারণ করিয়া তিনি উহার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ইহা দ্বারা—

রসূলুল্লা সাদি বিচে কুফুর তরেতে।
দিনকে কায়েম রাখে বুঝ সকলেতে॥

সুতরাং কুরআন ও হাদীস মতে—কুফু হইবে মুমিনে মুমিনে। [illegible] জন্ম পেশা কোনই অন্তরায় নয়।

পৃথিবীতে বংশের শরাফতীর অহঙ্কারে যাহারা মুমিন মুসলমানদের মধ্যে জাতিভেদ ও উচ্চ নীচ বৈষম্যের প্রাচীর উত্থিত করে তাহাদের উদ্দেশ্যে পুঁথিকারের শেষ নসীহত এই:

দুনিয়ার ফখর করা দুনিয়াতে রবে।
খালি হস্তে অন্ধকারে গোরে সান্ধাইবে।
গোরে গেলে বাদশা আর গরিব তনয়।
এক বরাবর ভাই জানিবে নিশ্চয়॥

... .

কোরান হাদিছ মতে যে জন চলিবে।
সেই বড় লোক খোদার পেয়ারা হইবে॥
সেই বড় জাত তাকে শরিফ জানিবে।
নহে খালি দাবি করা কামে না আসিবে॥

অন্যান্য কেতাবের ন্যায় এই পুঁথির শেষাংশেও একটি মুনাজাত সন্নিবেশিত হইয়াছে, আরে সর্ব শেষে আরবীতে জুমা' এবং বিবাহের খুৎবা সংযোজিত হইয়াছে।

রদ্দুল মোফছেদিন

মওলানা এলাহী বখ্‌শের ইহাই ক্ষুদ্রতম পুঁথি, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮, মুল্য মাত্র দুইআনা জামালপুরের ডায়মণ্ড প্রেসে ১৩৩০ বাং সালে মুদ্রিত।

আহলে-হাদীস জামা'তের একটি ক্ষুদ্র দল কয়েকটি নূতন মসলা জারি করায় সমাজের ভিতর যে জিজ্ঞাসা জাগ্রত হয় এই পুঁথিতে কুরআন ও সহীহ হাদীস মুতাবিক তাহার জওয়াব দেওয়া হইয়াছে। জওয়াবগুলির সারমর্ম এই:

১। নামাযে সুরায় ফাতিহার শেষে—তিনবার নয়—একবার আমীন বলিতে হইবে। তিনের কথিত হাদীস যয়ীফ— তা-ছাড়া ৩ বার এর অর্থ করা বুঝার ভ্রান্তি মাত্র। সহীহ হাদীসের বিদ্যমানতায় যয়ীফ হাদীস গ্রহণ আহলে হাদীসের কাজ নয়।

আহলে হাদিছ হও যদি ছহি হাদীস লও।
নহে আহলে হাদিছ বৈস্য নাহিক কহলাও॥

২। টুপী থাকা সত্বেও অবহেলা করিয়া খালি মাথায় নামায পড়িলে নামায শুদ্ধ হইবে কিন্তু সুন্নতের খেলাফ এবং গোনাহ হইবে।—(মেশকাত ৩২৭, ৩৬৬, তিরমিযী ১৯৮, ২১০, বলুগুল মোরাম ১৬৯, বুখারী, ৫৬, ফৎহুল বারী, ২৪৫, দীনুল খালেছ: নওয়াব সিদ্দীক হাসান ৫৯৭ পৃঃ

[৩২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন]

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হজরত ঈসা (আঃ) ও ক্রুশের ঘটনা

—আবদুন্নূর নঈম চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মরিয়ম সম্বন্ধে নানা প্রকার কেচ্ছা কাহিনী রচনা হওয়ার বিষয়ে সুবিখ্যাত খৃষ্ট ধর্মতত্ত্ববিদ Halley সাহেব তাঁহার Bible Hand Book নামক পুস্তকের ৩৮৩ পৃষ্ঠায় বলেন,—"আমাদের মনে হয় যে, নূতন নিয়মে (New Testament) মরিয়মকে চিরকুমারী বলিয়া উল্লেখ করার রহস্য হইতেছে চিরকুমারিত্বকে পবিত্রতার প্রতীকরূপে স্থাপিত করা। মরিয়মের চিরকুমারী হওয়ার মতবাদ অর্থাৎ মরিয়ম আজীবন কুমারী ছিলেন এবং যীশু ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন সন্তান হয় নাই—এই কথা সর্বপ্রথম ২য় শতাব্দীতে বাতিলকৃত ইঞ্জিলের কাল্পনিক রচনায় প্রচলিত হয়। এই মতবাদ প্রচলন হওয়ার কারণ ছিল চিরকুমারিত্বের আদর্শকে পবিত্রতার চরম অবস্থা বলিয়া নির্ধারিত করা। তৎপর মরিয়মের নিষ্কলঙ্ক দেহ স্বর্গে অবস্থিত আছে বলিয়া এক কেচ্ছা রচিত হয়। অতঃপর চিরকুমারী পবিত্র সন্ন্যাসিনীর দল দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ঐতিহাসিক ঘটনা রচনা করিবার বিশেষ ক্ষমতা বলে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে পোপ নবম পিয়াস মরিয়ম সম্বন্ধে তাঁহার অবধারিত বিশ্বাস-সম্বলিত এক ডিক্রি প্রকাশ করিয়া মরিয়মের নিষ্কলঙ্ক হওয়ার কথা প্রচার করেন। তিনি প্রচার করেন যে, মরিয়ম নিষ্পাপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন এবং আজীবন নিষ্পাপ ছিলেন।"

উপরোল্লেখিত বক্তব্য জনৈক প্রটেষ্ট্যাণ্ট পণ্ডিতের মত হওয়ার কারণে স্বভাবতঃই ক্যাথলিক বিশ্বাসের প্রতি শ্লেষনিমূলক শব্দের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু উপরোক্ত মত দ্বারা একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মরিয়ম সম্বন্ধে কাল্পনিক কেচ্ছা কাহিনী প্রাচীনকাল হইতে অতি আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। সুতরাং একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রটেষ্টাণ্ট মতবাদ সৃষ্টি হওয়ার বহুশত বৎসর পূর্বে যীশুপন্থিগণ মরিয়ম সম্বন্ধে বহু কাল্পনিক কেচ্ছা কাহিনী রচনা করিতে থাকাকালে কোন এক সময় যোসেফকে তাঁহার বাগদত্ত স্বামীরূপে জুড়িয়া দিয়াছিল। উপরন্তু তাঁহাদের কয়েকটী সন্তান সন্ততির অলীক কাহিনী রচনা করিয়া রচিত কেচ্ছাগুলিকে বহুলভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এ সকল কেচ্ছা কষ্টি পাথরে বারংবার ধরা পড়িতে থাকায় খোদ খৃষ্টান জগতে তুমুল মতভেদের সৃষ্টি হয়।

লুকের ইঞ্জিল ভিন্ন অপর তিন ইঞ্জিলে মরিয়মের বাসস্থানের নাম উল্লেখ করা হয় নাই। লুক তাঁহার ইঞ্জিলে মরিয়মকে গ্যালীলী প্রদেশের অন্তর্গত নাসরৎ নামক স্থানের অধিবাসিনীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। লুক তাঁহার ইঞ্জিলে বলেন,—"পরে ষষ্ঠ মাসে (ইলিশাবেতের গর্ভধারণের ষষ্ঠ মাসে) গাব্রিয়েল দূত ঈশ্বরের নিকট হইতে গ্যালীলী দেশের নাসরৎ নামক নগরে একটী কুমারীর নিকটে প্রেরিত হইলেন, তিনি দায়ুদকুলের যোসেফ নামক পুরুষের সহিত বাগদত্তা হইয়াছিলেন, সেই কুমারীর নাম মরিয়ম" (লুক—১:২৬—২৭)। গাব্রিয়েলের নিকট হইতে নিজ গর্ভধারণের কথা অবগত হইয়া,—"তৎকালে মরিয়ম উঠিয়া সত্বর পাহাড় অঞ্চলে যিহুদার এক নগরে গেলেন এবং সখরিয়ের গৃহে প্রবেশ করিয়া ইলিশাবেৎকে মঙ্গলবাদ করিলেন" (লুক—১:৩৯—৪১)। লুকের প্রথমোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রকাশ পায় যে, মরিয়ম গ্যালীলী প্রদেশের অন্তর্গত নাসরৎ নামক নগরের অধিবাসিনী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার শেষোক্ত বর্ণনা দ্বারা ধারণা হয় যে, জুডিয়া প্রদেশের অন্তর্গত কোন এক নগরে যেখানে ইলিশাবেৎ বসবাস করিতেন, তাহার খুব সন্নিকটে কোন স্থানে মরিয়ম

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বসবাস করিতেছিলেন। বিশেষতঃ শেষোক্ত বর্ণনা দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মরিয়মের বাসস্থান হইতে ইলিশাবেতের আবাসস্থল অতিশয় নিকটবর্তী ছিল। সে কারণেই যুবতী ও গর্ভবতী মরিয়ম অন্য কোন লোকের সহায়তা ভিন্ন একাকিনী ত্বরিৎ ইলিশাবেতের নিকট গমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জুডিয়া প্রদেশের পাহাড় অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বৈৎলেহম নগর এবং ইলিশাবেৎ এই নগরেই বাস করিতেন। গ্যালীলী প্রদেশের নাসরৎ নগর হইতে জুডিয়া প্রদেশের জেরুযালেম নগরের দূরত্ব হইতেছে ৯৪ মাইল এবং জেরুযালেম হইতে বৈৎলেহম নগরের দূরত্ব হইতেছে ৬ মাইল। সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনামতে মরিয়ম একশত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ইলিশাবেতের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু লুকের বর্ণনা ভঙ্গি এত অধিক দূরত্বের সমর্থক নহে।

ইতিহাসের পাঠকগণ সহজেই একথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন যে, দুই হাজার বৎসর পূর্বে আরব উপদ্বীপের এই মরুপ্রান্তরে একটী পূর্ণবয়স্কা যুবতী সম্পূর্ণ একাকিনী সুদূর নাসরৎ হইতে বৈৎলেহম পর্য্যন্ত গমন করিতে আদৌ সক্ষম ছিল কি না। লুকের ইঞ্জিলের বর্ণনামতে তদানীন্তন রোমান সম্রাট সিজারের আদেশ অনুসারে প্যালেষ্টাইন দেশে যে আদমশুমারী হয় তাহাতে মরিয়ম দায়ুদকুলের অন্যান্য লোকদের সহিত নিজকে গণনা করাইবার জন্য জুডিয়া অন্তর্গত বৈৎলেহম নগরে গমন করেন। এবার তিনি একাকী ছিলেন না, তাঁহার বাগদত্ত স্বামী যোসেফও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন,—"সকলে নাম লিখিয়া দিবার নিমিত্তে আপন আপন নগরে গমন করিল। আর যোসেফও গ্যালীলির নাসরৎ নগর হইতে যিহুদিয়ায় বৈৎলেহম নামক দায়ুদের নগরে গেলেন, কারণ তিনি দায়ুদের কুল ও গোষ্ঠিজাত ছিলেন, তিনি আপনার বাগদত্ত স্ত্রী মরিয়মের সহিত নাম লিখিয়া দিবার জন্য গেলেন; তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন" (লুক—২:১-৪)। বিশেষতঃ আরবের মরু দেশে কতক লোক একত্রে কাফেলাবন্দি না হইয়া দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করিতে পারিত না। সুতরাং গর্ভধারণের সুসংবাদ প্রাপ্ত হওয়া মাত্র মরিয়ম ত্বরিৎ উঠিয়া শত মাইল দীর্ঘ বিপদশঙ্কুল মরুপথ সম্পূর্ণ একাকিনী অতিক্রম করিলেন একথা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। যদি উপরোক্ত বর্ণনা বিশ্বাস করিতে হয় তবে একথাও সুনিশ্চিত বিশ্বাস করিতে হইবে যে, মরিয়ম তৎকালে বৈৎলেহমের অতি সন্নিকটেই কোন নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। সে কারণেই ত্বরিৎ একাকিনী ইলিশাবেতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। উপরন্তু আরও প্রতীয়মান হয় যে, মরিয়ম তাঁহার গর্ভধারণের বিষয় অবগত হওয়ার কালে এমন এক স্থানে ছিলেন যেখানে তাঁহার পিতামাতা কেহই ছিলেন না এবং তৎকালে তাঁহার নিকটবর্ত্তী আত্মীয় ইলিশাবেৎই খুব সন্নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন। সেজন্যই মরিয়ম সুসংবাদ পাওয়া মাত্রই তাঁহার নিকট আত্মীয়া ইলিশাবেতের সহিত দ্রুত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। নাসরৎ নগরে সুসংবাদ প্রাপ্ত হইলে তিনি নিশ্চিতই আপন পিতামাতা কিংবা অন্যান্য আত্মীয়দের নিকট তাহা প্রথমে প্রকাশ করিতেন।

প্রচলিত ইঞ্জিলগুলিতে মরিয়ম সম্বন্ধে প্রদত্ত বর্ণনা পাঠ করিলে স্বভাবতই মনে হয় যে, ইঞ্জিল রচয়িতাগণ মরিয়মের সহিত যোসেফকে যুক্ত করিয়া এক বিভ্রাটে পতিত হইয়াছে। এজন্যই মরিয়ম সম্বন্ধে বর্ণিত বিবরণগুলি পরস্পর বিরাট অসামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ প্রচলিত ইঞ্জিলের (Gospels) সমর্থকগণ কুমারী মরিয়ম সম্বন্ধে রচিত প্রাচীন ইঞ্জিলগুলিকে বাতিল ঘোষণা করায় এবং তাহাদের পাঠ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় উক্ত ইঞ্জিলগুলি ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যায়। ফলে মরিয়ম সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলীন প্রাপ্ত হয়। ঐ একই কারণে মরিয়ম সম্বন্ধে প্রচলিত নানা অলীক কেচ্ছা কাহিনী অসংলগ্ন অবস্থায় প্রচলিত ইঞ্জিলগুলিতে সন্নিবিষ্ট হইয়া পড়ে। Protevangelism of Jams নামক ইঞ্জিলটীতে মরি-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

য়মের জন্মসম্বন্ধে বহু কথা বর্ণিত ছিল। Passing of Mary এবং Nativity of Mary নামক অপর দুইটী ইঞ্জিলে মরিয়ম সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল (Halley সাহেবের Hand Book of Bible ৮৫৪—৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ঐ সকল বাতিলকৃত এবং বিলুপ্ত ইঞ্জিলগুলি বর্তমান থাকিলে মরিয়মের জন্ম হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত কালের এমন অনেক কথাই জানা যাইতে পারিত যাহা দ্বারা মরিয়ম ও যোসেফের বাগদান প্রসঙ্গে ইপ্সিত আলোক প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হইত।

মরিয়ম সম্বন্ধে রচিত বিলুপ্ত ইঞ্জিলগুলির বর্ণিত বিষয় পরবর্ত্তীকালের কোন কোন পুস্তকে অনিয়মিত উল্লেখ দেখা যায়। ঐ সকল বর্ণনা দৃষ্টে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, বিলুপ্ত ইঞ্জিলগুলিতে মরিয়ম সম্বন্ধে প্রদত্ত বর্ণনা কোরআনে করিমে দেওয়া বর্ণনার সহিত বহুরূপে সামঞ্জস্য পূর্ণ। ইসরাইল গোত্রভুক্ত ইমরানের স্ত্রী ছিলেন মরিয়মের মাতা। তিনি মানত করেন যে, তাঁহার গর্ভধারণ হইলে গর্ভজাত সন্তানটীকে খোদার নামে উৎসর্গ করিবেন। মানতের পর ইমরানের স্ত্রী গর্ভধারণ করেন। উপযুক্ত সময়ে তাঁহার একটি কন্যা সন্তান হয়। এই কন্যার নাম মরিয়ম রাখা হয়। কন্যা প্রসবের পর মরিয়মের মাতা কতকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়েন। তাঁহার অভিলাষ ছিল গর্ভজাত সন্তানটী পুত্র হইবে। মরিয়মের মাতা মূসা নবীর ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং তৌরাতের বিধান দ্বারা শাসিত হইতেন। মানত সম্বন্ধে তৌরাতে বলা হয় যে,—"আর কোন স্ত্রীলোক যদি যৌবনকালে আপন পিতৃগৃহে বাস করিবার সময়ে সদা প্রভুর উদ্দেশ্যে মানত করে ও ব্রত বন্ধনে আপনাকে আবদ্ধ করে, এবং তাহার পিতা যদি তাহার মানত ও যদ্দ্বারা সে আপন প্রাণকে বদ্ধ করিয়াছে, সেই ব্রত বন্ধনের কথা শুনিয়া তাহাকে কিছু না বলে, তবে তাহার সকল মানত স্থির থাকিবে, এবং যদ্দ্বারা সে আপন প্রাণকে বদ্ধ করিয়াছে, সেই ব্রত বন্ধন স্থির থাকিবে" (গণনা পুস্তক—৩০ : ৩—৫)। পরবর্তী বাক্যে স্বামী গৃহে মানতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং মরিয়মের মাতা শিশু মরিয়মকে মানত অনুসারে খোদার নামে উৎসর্গ করেন।

দায়ুদ নবী জেরুযালেম নগর জয় করিয়া তাহাতে সদা প্রভুর মন্দির স্থাপন করিতে বাসনা করেন। কিন্তু তাহা ফলবতী হয় নাই। পরবর্ত্তীকালে তাঁহার পুত্র সোলায়মান নবী জেরুযালেম নগরে ইহুদীদের কেন্দ্রীয় মন্দির নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন (পুরাতন নিয়ম ১ম বংশাবলী, ২২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। সোলায়মান নবী সিয়োন হইতে সদা প্রভুর নিয়ম সিন্দুক (তাবুতে সকিনা) স্থানান্তরিত করিয়া জেরুযালেমের ধর্ম্মমন্দিরে স্থাপন করেন। হারুণ নবীর বংশধরগণ এই মন্দিরে যাজকতার অধিকারী হইলেন। তাঁহারা প্রাচীন নিয়ম অনুসারে পালাক্রমে যাজক-কর্ম সমাধা করিতেন। ইহুদীগণের মধ্যে কেহ কোন মানত করিলে নিয়ম সিন্দুকের অবস্থিতির স্থান—এই কেন্দ্রীয় মন্দিরে উহা উৎসর্গ করিতে হইত। ইমরানের স্ত্রী তাঁহার মানত কন্যা মরিয়মকে এই কেন্দ্রীয় মন্দিরে উৎসর্গ করেন। মরিয়মের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সখরিয় যাজক তাঁহার লালন পালনের ভারপ্রাপ্ত হইলেন।

প্রচলিত ইঞ্জিলগুলির (New Testament) মধ্যে কেবলমাত্র লুক তাঁহার রচিত ইঞ্জিলে সখরিয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছেন। লুক বলেন,—"যিহুদিয়ার রাজা হিয়োদের সময়ে অবিয়ের পালার মধ্যে সখরিয় নামে একজন যাজক ছিলেন; তাঁহার স্ত্রী হারোণ বংশীয়া, তাঁহার নাম ইলিশাবেৎ" (লুক ১ : ৫)। লুক সখরিয়কে অবিয়ের পালা অন্তর্গত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পুরাতন নিয়মের (Old Testament) বর্ণনায় দেখা যায় যে, হারোণের চারিটী পুত্র ছিল। ঐ চারি পুত্রকে হজরত মূসা নবী সদাপ্রভুর মন্দিরে যাজক নিযুক্ত করেন। তাঁহারা বংশ পরম্পরায় যাজকত্বের অধিকার প্রাপ্ত হন। একদা হারোণের জ্যেষ্ঠপুত্রদ্বয় সদাপ্রভুর অবমাননা করে এবং তাহাদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাহারা খোদার গযবে ভস্মীভূত হয়। পুরাতন নিয়মের গণনা পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে চারি নং বাক্যে লিখিত আছে—'কিন্তু নাদব ও আবিহু সীনয় প্রান্তরে সদা প্রভুর উদ্দেশ্যে ইতর অগ্নি নিবেদন করাতে সদা প্রভুর সম্মুখে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল। তাহাদের সন্তান ছিলনা, আর ঈলীয়াসর ও ঈথামর (অপর দুই পুত্র) তাহাদের পিতা হারোণের সাক্ষাতে যাজন কর্ম্ম করিত।' উধৃত বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, অবিয় বা অবিহু কোন বংশধর রাখিয়া যায় নাই। লুক তাহার বর্ণনায় হয়ত বুঝাইতে চাহেন যে, যখরিয় হারোণের বংশধর ছিলেন।

সখরিয় যাজকের স্ত্রী ইলিশাবেৎ মরিয়মের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া ছিলেন। ইলিশাবেতের বাসস্থান সম্বন্ধে সুবিখ্যাত খৃষ্টধর্ম তত্ত্ববিদ Helley সাহেব তাঁহার Hand Book of Bible নামক গ্রন্থের ৪৪৭ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করেন যে,—"ইলিশাবেতের বাসস্থানের নাম বাইবেলে দেওয়া হয় নাই। তিনি লিবীয় গোত্র ভুক্ত ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায় যে, তিনি হেব্রোণ নগরে বাস করিতেন।" হেলি সাহেবের উল্লেখিত মন্তব্য অনুমান মাত্র। দায়ূদ নবীর কেন্দ্রীয় মন্দির বৈৎলেহমে অবস্থিত ছিল। একারণে হারোণ বংশীয় ধর্ম যাজকগণ মন্দিরের পালা উদযাপনের জন্য বৈৎলেহমে বাস করিতে বাধ্য ছিলেন। সখরিয় হারোণ বংশীয় যাজক হওয়ায় তাঁহার সস্ত্রীক বৈৎলেহমে বাস করাই সুনিশ্চিত। পরবর্ত্তী কালে সোলায়মান নবী কেন্দ্রীয় ধর্মমন্দির জেরুযালেম নগর স্থাপন করায় সখরিয় যাজক সম্ভবতঃ নিজ পালা রক্ষার্থে নিয়মিত সময়ে বৈৎলেহম হইতে জেরুযালেম নগরে গমনাগমন করিতেন। বৈৎলেহম হইতে জেরুযালেম মাত্র ৬ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত ছিল। হেব্রোণ ও বৈৎলেহম উভয় নগর পাহাড়ীয় অঞ্চলে অবস্থিত থাকায় লুকের বর্ণনা বৈৎলেহমের প্রতি প্রযোজ্য হওয়ারই বেশী সম্ভাবনা। বিশেষতঃ মরিয়মের অন্যান্য গোত্রিয়গণ বৈৎলেহমেই বাস করিতেন এবং সেকারণেই লোক গণনা কালে মরিয়মকে বৈৎলেহমে যাইতে হয়। সুতরাং একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মরিয়মের সগোত্রীয়গণ সকলেই বৈৎলেহমের বাসিন্দা ছিলেন। ইলিশাবেৎ মরিয়মের সগোত্রীয় হওয়ায় বৈৎলেহমে তাহার অবস্থিতি থাকাই যুক্তিযুক্ত। অতএব একথা অবধারিত যে, সখরিয় যাজক দায়ূদের পুরাতন নগর বৈৎলেহমে সস্ত্রীক বসবাস করিতেন।

দায়ূদ নবীর পুত্র সোলায়মান নবী জেরুযালেম নগরে কেন্দ্রীয় মন্দির স্থাপন করেন। সদাপ্রভুর নিয়ম সিন্দুক (তাবুতে সকিনা) এই মন্দিরে স্থাপন করা হয়। পুরাতন নিয়মের (Old Testament) ১ম রাজাবলি পুস্তকের অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম বাক্যে বলা হয়,—পরে সলোমন দায়ূদ নগর অর্থাৎ সিয়োন হইতে সদাপ্রভুর নিয়ম সিন্দুক উঠাইয়া আনিবার জন্য ইস্রাইলের প্রাচীনগণকে ও সমস্ত বংশ-পতিকে অর্থাৎ ইস্রাইল সন্তানগণের পিতৃকুলাধ্যক্ষদিগকে, যিরুসালেমে সলোমন রাজার নিকটে একত্র করিলেন।" অতপর ষষ্ঠবাক্যে বলা হয়,—"পরে যাজকেরা সদা প্রভুর নিয়ম সিন্দুক লইয়া গিয়া স্বস্থানে, গৃহের অন্তর্গৃহে, মহাপবিত্র স্থানে, দুই করূবর পক্ষের নীচে স্থাপন করিল।" হারোণ বংশীয় যাজকগণ নিয়ম সিন্দুকের সহিত বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন নিয়ম সিন্দুক যেখানেই স্থানান্তরিত করা হউকনা কেন ঐ যাজকগণ তথায় যাইতে বাধ্য ছিলেন। সখরিয় যাজক সস্ত্রীক বৈৎলেহমে বসবাস করিলে ও পালা রক্ষার্থে যেরুযালেম নগরে গমন করিলেও নিয়মিত সময় তথায় অবস্থান করিতে বাধ্য ছিলেন।

ইলিশাবেৎ মরিয়মের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া ছিলেন একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং সখরিয় যাজক তাঁহার স্ত্রী ইলিশাবেতের মারফতে মরিয়মের নিকট-আত্মীয় ছিলেন। মরিয়মকে জেরুযালেম নগরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় মন্দিরে উৎসর্গ করা হইলে তাঁহার প্রতিপালন ও অভিভাবকত্ব সম্বন্ধে যাজকদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। আল্লাহ তা'লার অসীম কৃপায় মরিয়ম সখরিয় যাজকের অভিভাবকত্ব লাভ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করেন। সখরিয় যাজকের অভিভাবকত্বে প্রতিপালিত হইয়া উপযুক্ত বয়স উত্তীর্ণ হইলে মরিয়ম অলৌকিক ভাবে যীশুকে গর্ভে ধারণ করেন।

প্রচলিত ইঞ্জিলের বর্ণনা মতে যীশুমাতা মরিয়ম আসন্ন প্রসবা অবস্থায় আদম শুমারী উপলক্ষে স্বগোত্রীয়দের সহিত নাম লিখাইবার জন্য তাঁহার কথিত বাগদত্ত স্বামীর সহিত বৈৎলেহমে যান। কিন্তু প্রচলিত ইঞ্জিলের উপরোক্তরূপ বর্ণনার কোন যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় না। রোমীয় শাসনকর্তাগণ পৌত্তলিক ছিল অপরপক্ষে ইহুদীগণ ছিল ঘোর একেশ্বরবাদী। অতএব একের অপরের ধর্মের প্রতি ঘৃণাভাব পোষণ করাই স্বাভাবিক। রোমীয়গণ আদম শুমারী করিবার আদেশ দিয়া থাকিলেও রাষ্ট্রীয় প্রথার ব্যতিক্রম করিয়া ইহুদী ধর্মের অনুশাসন পালন করিবেন একথা কদাপি বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। প্রতি সাত বৎসর অন্তর স্বগোত্রীয়দের সহিত গণনায় শামিল হওয়া ইহুদী ধর্মের অবশ্য করণীয় কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হইত। পুরাতন নিয়মের (Old Testament) গণনা পুস্তকের দ্বিতীয় বিবরণের ৩১ অধ্যায়ের ১০ম বাক্যে বলা হয়—"আর মোসি তাহাদিগকে (ইহুদীগণকে) এই আজ্ঞা করিলেন, সাত সাত বৎসরের পরে, মোচন বৎসরের কালে, কুটিয়োৎসব পর্বে, যখন সমস্ত ইস্রাইল তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর মনোনীত স্থানে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, তৎকালে তুমি সমস্ত ইস্রাইলের সাক্ষাতে তাহাদের কর্ণগোচরে এই ব্যবস্থা পাঠ করিবে।" রোমীয়গণ লোক গণনার আদেশ করিলেও যে যেখানে আছে তাহাকে সেই স্থানে গণনা করাই স্বাভাবিক। ইহুদীগণের ধর্মীয় অনুশাসন মতে গোত্র হিসাবে গণনা করা পৌত্তলিক রোমানদের পক্ষে মোটেই যুক্তিযুক্ত নহে।

লুকের ইঞ্জিলে যে আদমশুমারীর কথা উল্লেখ করা হয় রোমীয় ইতিহাস মতে তাহা যীশুর জন্মের ১০।১২ বৎসর পরে সংঘটিত হয়। Halley সাহেব তাঁহার সুবিখ্যাত Bible Hand Book নামক পুস্তকের ৪৪৮ পৃষ্ঠায় বলেন,—"ইহা রোমীয় সাম্রাজ্যের আদমশুমারী ছিল। রোমীয় শাসনকর্তা কুইরিনীয়াসের এই আদমশুমারী খৃষ্টীয় সপ্তম বৎসরে হয় বলিয়া রোমীয় ঐতিহাসিক দলিলে উল্লেখ রহিয়াছে। উল্লেখিত আদমশুমারী যীশুর জন্মের ১০।১২ বৎসর পরে অনুষ্ঠিত হয়।" অতএব কথিত আদম শুমারী উপলক্ষ্যে আসন্ন প্রসবা মরিয়মের সুদূর বৈৎলেহম নগরে গমন করার কথা মোটেই গ্রহণযোগ্য নহে। প্রচলিত ইঞ্জিলে উল্লেখিত ঘটনাগুলির পরস্পর সম্বন্ধ এবং বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য করিলে স্বভাবতই মনে হয় যে, প্রচলিত ইঞ্জিলে যোসেফকে মরিয়মের সহিত প্রযুক্ত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মরিয়ম সম্বন্ধে মোটামোটি এই বুঝা যায় যে, তিনি অলৌকিক রূপে গর্ভবতী হইলে পারিপার্শ্বিক লোকেরা নানারূপ অপবাদ আরোপ করিতে থাকে। বিশেষতঃ পারিপার্শ্বিক ইহুদীগণ পেন্থারাটালি নামক জনৈক রোমীয় সৈন্যের মারফত মরিয়মের গর্ভসঞ্চার হওয়ার এক হীন গুজব সমাজে প্রচার করিতে চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে ইস্রাইলীদের ধর্মীয় গণনাকাল আসন্ন হয়। মরিয়ম আগত সপ্তম বৎসরের গণনা উপলক্ষে গোত্রীয় আবাসভূমি বৈৎলেহমে গমন করিতে বাধ্য হন। তথায় তিনি তাঁহার জ্ঞাতি ইলিশাবেতের সহিত অবস্থান করেন। গণনাকাল শেষ হইলে ঘৃণিত গুজব হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মরিয়ম বৈৎলেহম নগরে অবস্থান করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু তথাকার লোকালয় তাঁহার পক্ষে নিরাপদ না হওয়ায়, নগর হইতে এক মাইলেরও অনধিক ব্যবধানে, সংলগ্ন পূর্বদিকে অবস্থিত "বোয়াজ" নামক জনহীন পশুচারণ প্রান্তরের একধারে বসবাস করাই শ্রেয় মনে করেন। বোয়াজ প্রান্তর বৈৎলেহম নগরের পশুচারণ ভূমি ছিল। তথায় খর্জুর বৃক্ষ ভিন্ন অন্য কোন গাছপালা বিশেষ দৃষ্টিগোচর হইত না।

বোয়াজ-প্রান্তরে অবস্থান কালে মরিয়মের প্রসবকাল উপস্থিত হয়। প্রসব যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নিঃসহায় মরিয়ম অত্যান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। তিনি পানির তালাশে এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতে থাকেন। কিন্তু প্রসব যন্ত্রণা অত্যাধিক বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহাকে ক্লান্ত ও অবসন্ন করিলে তিনি একটি শুষ্ক খর্জ্জুর বৃক্ষের তলায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তথায় যীশুখৃষ্ট ভূমিষ্ঠ হন। সন্তান জননের সঙ্গে সঙ্গেই মরিয়ম পানির অত্যধিক প্রয়োজন বোধ করেন। উপরন্তু লোকালয়ের কুৎসামূলক আলোচনার প্রতিধ্বনি তাহার হৃদয়ে নূতন শঙ্কা জাগ্রত করে। এ সকল কারণে তিনি অত্যন্ত চিন্তাক্লিষ্ট হন। সদ্যস্নাত শিশু সম্বন্ধে কুৎসিত আলোচনা যখন নূতন করিয়া উত্থাপিত হইবে তখন মরিয়ম কেমন করিয়া তাহা বরদাশত করিবেন, সম্ভবতঃ তখন এই আশঙ্কাই তাঁহার মনে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করে। এমন সময় স্বর্গদূত জীব্রাইল তথায় আবির্ভূত হন। জীব্রাইল তাঁহার জন্য আবশ্যকীয় পানির ব্যবস্থা করেন। তিনি মরিয়মকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া সুসংবাদ দেন যে, এই সদ্যজাত শিশু ইস্রাইলীদের মহান নবীরূপে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন এবং মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া জিজ্ঞাসুদের উত্তর প্রদান করিতে সক্ষম হইবেন। তিনি মরিয়মকে আরও আশ্বাস দেন যে, এই শিশুর কারণে তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি হইবে। উল্লেখিত চারণভূমির মেষ পালকগণ স্বর্গদূত জীব্রাইলের আবির্ভাব হওয়ার অলৌকিক প্রভাব অনুভব করিয়া কারণ সন্ধানে প্রবৃত্ত হয় এবং খর্জ্জুর বৃক্ষের তলায় যীশুর দর্শন লাভ করে। মেষপালকগণের এই অনুভূতি লুক তাঁহার ইঞ্জিলে ২য় অধ্যায়ের ৮-২০নং বাক্যে রূপকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহুদীগণ যীশুর প্রচারকার্য্যে আপ্রাণ বিরোধিতা করে। ইহুদীগণের বিরুদ্ধাচরণ ক্রমশঃই জটিল হইতে থাকে। অবশেষে তাঁহাকে তাহারা ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হয়। যীশুর প্রাণের প্রতি আক্রমণ হইবার পূর্বেই আল্লাহতা'লার হুকুমে তাঁহাকে সশরীরে আকাশে উত্তোলন করিয়া লওয়া হয়। যীশু আকাশে উত্তোলিত হইবার পর ইহুদীগণ তাঁহার শিক্ষা ও তাঁহার প্রচারিত স্বর্গরাজ্য (বিশ্বধর্ম) আগমনের সুসংবাদ সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ কুৎসামূলক মিথ্যা প্রচারণা চালাইতে থাকে। ঐ মিথ্যা প্রচারণা প্রসঙ্গে ইহুদীগণ যীশুমাতা মরিয়মের বিরুদ্ধে অবৈধ গর্ভ-ধারণের অপবাদমূলক গুজব পুনঃ উত্থাপিত করে। বিশেষতঃ তাহারা পেন্থারাটালি নামক জনৈক রোমান সৈনিককে ঐ মিথ্যা অপবাদের নায়করূপে জন-সমাজে স্থাপন করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। ইহুদী-গণের ঐরূপ মিথ্যা প্রচারণা প্রতিহত করিবার জন্য খৃষ্ট ভক্তগণ মরিয়মের সহিত যোসেফ নামীয় এক ব্যক্তির বাগ্‌দান প্রসঙ্গ সংযোজন করিয়া এক কাল্পনিক কেচ্ছা প্রচারে প্রবৃত্ত হয়। এরূপে ইহুদীগণ মরিয়মের বিরুদ্ধে এবং খৃষ্টানগণ মরিয়মের পক্ষে নানাবিধ কেচ্ছা-কাহিনী রচনার প্রতিযোগিতায় উন্মত্ত হইয়া উঠে। ইহুদী ও খৃষ্টানগণের ঐরূপ পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক আচরণ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ঘোরতর আকার ধারণ করে।

এই রূপে মরিয়ম সম্বন্ধে ইহুদী ও খৃষ্টানগণ প্রকৃত ঘটনা হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হয়। উভয় দল কল্পিত কেচ্ছা-কাহিনীর প্রতি বহুলভাবে নির্ভরশীল হইয়া পড়িলে ঐ মহতী চরিত্র সম্বন্ধে সর্বসাধারণের মধ্যে এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিশ্বপতির শেষ পয়গাম এবং যীশুর প্রচারিত স্বর্গরাজ্যের বাহক কোরআনে হাকিম কুমারী মরিয়ম সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করিয়া ঘোষণা করে যে, মরিয়ম প্রসঙ্গে ইহুদী এবং খৃষ্টানগণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে। মরিয়মের বাল্য জীবনের প্রতি দৃষ্টি করিলেই তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার চূড়ান্ত অবসান ঘটিত মরিয়মের বাল্য জীবন ছিল খোদার প্রতি উৎসর্গীকৃত সন্ন্যাস জীবন। ঐরূপ পূত পবিত্র জীবনে কোন অবৈধ গর্ভধারণ প্রসঙ্গ অথবা কোন বৈধ বাগ্‌দান ব্যবস্থার কথা আদৌ উত্থাপিত হইতে পারে না।

মরিয়মের বিরুদ্ধে ইহুদীদের আরোপিত অপবাদ এবং খৃষ্টানগণের অতি ভক্তিমূলক কাল্পনিক কেচ্ছা এবং যাবতীয় মিথ্যা রচনার খণ্ড খণ্ড প্রতিবাদ না করিয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মরিয়ম চরিত্রের পবিত্রতা ও গৌরব এবং তাঁহার কুমারিত্বের সমর্থন করিয়া কোরআনে মজিদ তাঁহার জন্ম, সন্ন্যাস জীবন এবং অলৌকিকভাবে যীশুকে গর্ভে ধারণ প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনার এক স্বচ্ছ, সহজ ও সরল বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। আমরা নিম্নে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি আয়াতের তর্জমা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গের ইতি করিতেছি।

"যখন এমরানের স্ত্রী বলিয়াছিল : হে প্রভু, নিজের গর্ভস্থ সন্তানটিকে আমি তোমার জন্য উৎসর্গ করিয়াছি সংসার মুক্ত ভাবে, সেমতে (এই উৎসর্গকে) তুমি আমার পক্ষ হইতে কবুল কর! নিশ্চয় তুমিই হইতেছ (সকলের প্রার্থনা) কবুলকারী, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা! অতপর যখন তিনি সন্তানটিকে প্রসব করিলেন তখন বলিলেন :—হে প্রভু; আমি তো কন্যা প্রসব করিয়াছি; অথচ সে যে কি প্রসব করিয়াছেন আল্লাহ তা'লা তো তাহা সকলের অপেক্ষা অধিক অবগত আছেন; অথচ পুরুষ তো নারীর সমতুল্য নহে এবং আমি তাহার নাম রাখিয়াছি মরিয়ম, আর তাহাকে ও তাহার সন্ততি বর্গকে সমর্পণ করিতেছি তোমার শরণে, অভিশপ্ত শয়তানের (প্রভাব) হইতে।"

"সেমতে সেই নজরকে তাহার প্রভু কবুল করিলেন উত্তমরূপে আর তাহার উৎকর্ষ সাধন করিলেন সুসঙ্গতভাবে, এবং তাহার অভিভাবক করিয়া দিলেন যাকারিয়াকে। যখন যাকারিয়া মরিয়মের কামরায় প্রবেশ করিতেন, সেখানে পাইতেন খাদ্য। তখন যাকারিয়া বলেন,—হে মরিয়ম, এসব তুমি প্রাপ্ত হও কোথা হইতে? মরিয়ম (উত্তরে) বলেন,—এসমস্ত (প্রাপ্ত হই) আল্লাহর হুজুর হইতে; নিশ্চয় তিনি যাহাকে ইচ্ছা বেহিসাব রেজেক দান করিয়া থাকেন"—(সুরা আল ইমরান)।

কোরআনে করিম মরিয়ম প্রসঙ্গে আরও ঘোষণা করে,—(এবং স্মরণ কর সেই সময়ের কথা)"ফেরেশতারা যখন বলিয়াছিল :—হে মরিয়ম; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে পাক-ছাফ করিয়াছেন ও বিশুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন এবং (এক মহান উদ্দেশ্যে) তোমাকে নির্বাচন করিয়া নিয়াছেন সারা জাহানের স্ত্রীলোক দিগের মধ্য হইতে। হে মরিয়ম; আপন প্রভুর হুজুরে বিনীত ও অনুগত হইয়া চল এবং সেজদা করিতে থাক ও রুকু করিতে থাক রুকুকারীদিগের সঙ্গে মিলিয়া" (ঐ)।

অতঃপর কোরআনে করিম বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে খেতাব করিয়া বলে,—"(হে রসুল;) এগুলি হইতেছে অতীতের অজ্ঞাত সংবাদ যাহা আমরা আপনাকে অহি দ্বারা জানাইয়া দিতেছি; তাহাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি মরিয়মের অভিভাবক হইতে পারিবে—(এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য) যখন তাহারা তাহাদের কলমগুলি নিক্ষেপ করিতেছিল, তখন তো তুমি তাহাদের কাছে উপস্থিত ছিলেনা, আর যখন তাহারা (এই ব্যাপার লইয়া) বাদানুবাদ করিতেছিল - তখনও তুমি তাহাদের কাছে উপস্থিত ছিলেনা" (ঐ)।

মরিয়মের গর্ভধারণ বিষয়ে মরিয়ম এবং আল্লাহ তা'লার প্রেরিত ফেরেশতার কথোপকথন আলোচনা করিয়া কোরআনে করিম বর্ণনা করে—"যখন ফেরেশতারা বলিয়াছিল, হে মরিয়ম! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে খোশ খবর দিতেছেন নিজের একটী কলেমার দ্বারা যাহার নাম আল-মছিহ্ ঈসা এবনে মরিয়ম, সে হইবে উভয় দুনইয়ায় ও আখেরাতে সম্মানিত এবং সান্নিধ্য প্রদত্ত লোকদিগের একজন এবং সে লোকজনের সঙ্গে কথা বলিবে মাতৃক্রোড়ে ও প্রৌঢ় অবস্থায় এবং (সে হইবে) সাধু সজ্জনগণের মধ্যকার একজন।"

মরিয়ম বলিল :—হে আমার প্রভু পারওয়ারদেগার! আমার সন্তান হইবে কি করিয়া? অথচ অবস্থা এই যে, কোনও (পুরুষ) মানুষই আমাকে (আজ পর্যন্ত) স্পর্শ করে নাই!"

"আল্লাহ বলিলেন :—(হইবে) এইরূপেই, আল্লাহ যাহা ইচ্ছা—পয়দা করিয়া থাকেন : কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিলে শুধু বলেন—"হউক"—অমনি হইয়া যায়" (ঐ)।

(মওলানা আকরম খাঁর তফসীর হইতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তনসহ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পূর্ব পাকিস্তানে আহলে-হাদীস

[২৪-এর পৃষ্ঠার পর]

৩। বেশ্যার উপার্জিত অর্থ হারাম। এ সম্বন্ধে পুঁথিটিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। কুরআনের সুরা নিসার ৩য় রুকূ ও সুরা নূর এর চারি রুকুর সংশ্লিষ্ট আয়াত, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, দারকুত্‌নী, মুআলিমুত্তান্‌যীল, নববী শরহে মুসলিম, নয়লুল আওতার, নাসায়ী, মিসকুল খিতাম প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রমাণ পৃষ্ঠার উল্লেখসহ পেশ করা হইয়াছে।

৪। স্বামী-স্ত্রীর যে কেহ মৃত্যু বরণ করিলে—

গোছল উভয়ের দিতে পারে ভাই।
হাদিসের কিতাব বিচে লিখিল এয়ছাই।

হযরত আবু বকরের মৃত দেহের গোসল দেন তদীয় পত্নী আসমা (মোয়াত্তা মালেক—৭৭ পৃঃ) হযরত ফাতিমা মৃত্যুর পূর্বে হযরত আলীকে ওসিয়ত করিয়া যান তাঁহার গোসল দিতে। রসুলুল্লাহ (দঃ) হযরত আয়েশাকে বলেন: যদি আমার পুর্বে তোমার মৃত্যু ঘটে তবে আমি তোমার গোসল দিব। (বলুগোল মোরাম জানাযার বাব) সুতরাং মওলানা সাহেবের মতে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের গোসল দেওয়া শুধু জায়েযই নয়—বরং সুন্নতরূপে মানিতে হইবে।

এই চারিটি প্রশ্নের জওয়াব ছাড়াও আরও কতিপয় নবোদ্ভুত প্রশ্ন এবং একটি অখাদ্যকে হালাল বলিয়া প্রচার করিয়া সমাজের ভিতর যে অবাঞ্ছিত সমস্যার সৃষ্টি করা হয় তাহারও সমুচিত জওয়াব এই পুঁথিতে দেওয়া হইয়াছে। শেষোক্ত বিষয়টি সম্পর্কে মওলানা সাহেব বলেন:

আর এক গোর তারা দুরাকে খাইয়া।
রংপুরের দেশ ভাই দিছে বিগাড়িয়া।।
যে দুরার বিষয় বহু আলেম দিনের।
হারাম বলিয়া লিখে করিল জাহের।।
ছায়েদুল বাহার বলে কিতাব লিখিয়া।
দেশে দেশে দিছে ভাই জাহের করিয়া॥
যদি দেখিবার চাহ অহে দিনদার
ছায়েদুল বাহার দেখ পাইবে আসকার॥

কুরআন, হাদীস ও তফসীর হইতে দলীল আনিয়া ইহার হারাম সম্বন্ধে আলেমে-দ্বীনগণ খোলসা ভাবে সমস্তই বাৎলাইয়া গিয়াছেন। যাহারা ইহাকে হালাল বয়লিয়াছেন তাহারা মর্ম না বুঝিয়াই—

কোরানের উল্টা মানী বয়ান করিয়া।
হারামের খন্দকেতে পড়িল কুদিয়া॥
কয়েকটি হাদিছ আর আছার আনিয়া।
আপন মৎলব জানে আক্কেল খাইয়া॥
না জানে হাদিছ গুলি কেমন প্রকার।
যাহাতে জইফ, মইজু, মউকুফ আস্কার॥
মোহাদ্দেছগণ ইহা বয়ান করিয়া।
আপন কেতাবে দিছে খোলাসা লিখিয়া॥
কচ্ছপ হালাল ভাই কভু না হইবে।
বরঞ্চ হারাম জ্ঞান-নাজাত পাইবে॥
দরিয়ার শিকার মৎস—একিনে জানিবে।
দুরা ও কুম্ভির আদি হারাম মানিবে॥
এহাকে খাইয়া দেশ খারাব করিল।
আমান আছিল দেশে ফছাদ ডালিল॥

এই পুঁথি ছাপার সমুদয় খরচ বহন করেন রংপুর জিলার হারাগাছ বন্দরের সহৃদয় মুসলিমগণ। ইহাদের কয়েকজনের নাম তাঁহাদের পরিচয় সহ লেখক পুঁথির শেষ ভাগে উল্লেখ করিয়া তাহাদের প্রতি শোকরিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহারা হইতেছেন আবদুল জব্বার তালুকদার, হাজী জিয়ারতুল্লাহ দালাল, রিয়াজুদ্দীন দালাল, আমীর উদ্দীন এবং জামাতের সরদার মৌলবী আবদুর রায্‌যাক। পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দানবীর ও মহাপ্রাণ মরহুম হাজী সাহেবের পরিচিতি মওলানা মরহুম এইভাবে দিয়াছেন:

আর একজন আছে সেই ত জাগায়
জিয়ারতুল্লাহ দালাল তিনি জান হে সবায়॥
বড় দিনদার তিনি বড় পরহেযগার।

(৩৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

মহিয়সী জননীর ফরিয়াদ

এশার নামাযের সময়। রাত্রির অন্ধকারে চতুর্দিক পরিব্যাপ্ত। নিশীথ যামিনীর নীরবতা সর্বত্র ঘনীভূত। আকাশের তারকাগুলি মিট মিট করিতেছে। আল্লার ইবাদতগোযার মুত্তাকী পরহেযগার বান্দারা মসজিদগুলিতে নৈশ-ইবাদতে মশগুল। কিছু সংখ্যক পুণ্যবতি আল্লার বিশেষ অনুরক্তা দাসী তাঁহাদের প্রভু পরওয়ারদেগারের ধ্যানে নিমগ্ন।

একটি কুটির। তাহাতে জনৈকা মহিলা প্রাণ ভরিয়া মা'বুদে বরহক আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে স্মরণ করিতেছেন! ব্যাথাভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁহার দরবারে আরাধনা করিতেছেন।

গৃহের এক কোণে মৃদু আলো জ্বলিতেছে। অপরদিকে তাহার সপ্তবর্ষীয় একমাত্র পুত্রসন্তান ঘুমন্ত। এই পুত্ররত্ন তাঁহার স্বামীর একমাত্র য়াদগার। এহেন পুত্ররত্নকে সযতনে প্রতিপালন করার আকাংখা স্বভাবতই জননীর মনকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। সুতরাং, বিধবা জননী যাছাধনকে বড়ই আদর সোহাগে প্রতিপালন করিয়া চলিয়াছেন।

কিন্তু মায়ের বদনসীব। তাঁহার যত সব আশা আকাংখা মাটিতে মিশিয়াছে। তাঁহার বাঁচিয়া থাকার অবলম্বনটিতে আঁচড় পড়িল। একটিমাত্র পুত্র ধনকে লইয়া তিনি জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। কিন্তু হায়! সময়ের দুর্বিপাকের কথা কি আর বলা যায়? তাঁহার স্বামীর য়াদগার, তাঁহার জীবনের অবলম্বন, তাঁহার সকল আশা আকাংখার কেন্দ্র তাঁহার প্রাণাধিক স্নেহের সেই একমাত্র পুত্ররত্নটি অন্ধ—দর্শনশক্তি হইতে বঞ্চিত।

স্বামীর ওসীয়ত: পুত্ররত্নকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। এইজন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল। তাঁহার হৃদয় ভারাক্রান্ত হইলেও মুখে কৃতজ্ঞতার ছাপ বিদ্যমান। সমূহ বিপদাপদের সম্মুখীন হইয়াও তিনি সেই আরহামুর রাহিমীন —মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের পূর্ণ আশা পোষণ করেন। আল্লার অসীম করুণায় আস্থাহারা তিনি মোটেই হন নাই।

জননী এশার নামায সমাধা করিলেন। মা'সুম পুত্রধনের মুখমণ্ডলে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল। নয়নযুগল হইতে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইল। সীমাহীন দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রোনাজারী করিয়া তিনি আল্লার দরবারে ফরিয়াদ জানাইতে লাগিলেন।

প্রভুহে! এই দুঃখিনীর উপর তোমার করুণা ও রহমত নাযিল কর। আমার আশা আকাঙ্ক্ষার ঝুলি পূর্ণ করিয়া দাও। তোমার করুণা ভিক্ষার জন্য ভিখারিনীর করযোড়ে প্রার্থনা এই: তুমি আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন পুত্র ধনকে দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দাও। ইলমে দ্বীনের জ্ঞান দান কর। তোমার দ্বীনের খিদ্‌মতের জন্য তাহাকে মনোনীত কর!

জননীর এই ফরিয়াদ ভূমণ্ডল হইতে নভোমণ্ডল অতিক্রম করিয়া চলিল।

ফেরেশতারা শ্রবণমাত্রই মঞ্জুরীর জন্য 'আমীন' ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ফরিয়াদ আল্লার দরবারে পৌঁছিল। জননীর ফরিয়াদকে যথাযথভাবে গুরুত্ব দেওয়া হইল এবং পূর্ণ মর্যাদা সহকারে আল্লাহ তাআলা তাঁহার দোআ কবুল করিলেন। তাঁহার প্রাণে শান্তি আসিল। মোনাজাত করিয়া তিনি পরিতৃপ্ত হইলেন। আশা আকাঙ্ক্ষার আলোকে তাঁহার হৃদয়মন উদ্ভাসিত হইল। পরিতৃপ্তি সহকারে তিনি নিদ্রাভিভূত হইলেন।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। সুবহে সাদেক আগতপ্রায়। মস্‌জিদের মীনারে মুয়াযযীন আযান দেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছেন। এমন সময় জননী স্বপ্নযোগে হযরত ইব্‌রাহীমের দর্শনলাভ করিলেন। তিনি বলিলেন; ওগো সতি সাধ্বি! উঠ, আল্লাহ তোমার দোআ কবুল করিয়াছেন! মুয়াযযিনের "আস্‌সালাতু খাইরুম্‌ মিনান নওম" বাক্যটির আওয়ায

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ধ্বনিত হইল। এই মন ভোলানো আওয়াযে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু খুলিলেন এবং আল্লার নাম করিতে করিতে জাগিয়া উঠিলেন।

প্রত্যুষের মৃদুমন্দ বায়ু তাঁহার গৃহে এক অকল্পনীয় সৌরভ আনয়ন করিল। গৃহটি এক অভাবনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। গাত্রোত্থান পূর্বক তিনি অযূ করিয়া ফজরের নামায সমাধা করিলেন। নামাযান্তে সোহাগভরে বাছাধনকে জাগাইয়া বলিলেনঃ বৎস! উঠ, ভোর হইয়া গিয়াছে। সে চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিল। স্বপ্নের বাস্তব রূপ জননী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন। খলীলে খোদার সুসংবাদের বাস্তব ছবি চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। জননী অগ্রসর হইলেন। আনন্দের আতিশয্যে ও কৃতজ্ঞতার ঝলকে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। স্নেহপরবশ হইয়া তিনি পুত্রধনকে বক্ষে ধারণ করিলেন।

এইবার তিনি পূর্ণ শান্তি সহকারে প্রশান্ত মনে আল্লার ধ্যানে মগ্ন হইলেন। আল্লাহকে শুক্র ও কৃতজ্ঞতার সওগাত পেশ করিলেন। আল্লার অনুগ্রহে ধন্য বাছাধনের আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের কল্পনা করিয়া তিনি খুশীতে কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার দুঃখ ও ব্যাথা তিরোহিত হইল। তিনি সেজ্‌দায়ে শুক্র আদায় করিলেন।

জননীর নেক দোআর ফল অক্ষরে অক্ষরে ফলিল। একদিকে পুত্রধন দৃষ্টি শক্তি লাভ করিলেন। অপর দিকে তাহার ইল্‌মে-দ্বীনের প্রতি অনুরাগ এবং জ্ঞানার্জ্জনে আগ্রহ পরিদৃষ্ট হইল। এই শিশু বালকটি আর কেহই নয়—ইনি হইতেছেন মুহাদ্দিস-সম্রাট হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী। কিছু দিন যাইতে না যাইতে দুনিয়া দেখিল মহিয়সী জননীর খালেস দোআর শুভ ফল। জননীর হৃদয়ের ধন ও যাবতীয় আশা আকাঙ্খার কেন্দ্ররূপ সুসন্তান ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী ইলম ও ফযলে ধন্য হইয়া উঠিলেন এবং কোরআনের পর সর্ববিশুদ্ধ গ্রন্থের সংকলন করিয়া ইলমে হাদীসে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিলেন। মুহাদ্দিস কুল-ভূষণ ইমামে আলী-মকাম হযরত আল্লামা মুহাদ্দিস মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল ও তাঁহার মহিয়সী জননীর উপর আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত অনুগ্রহ বর্ষিত হউক!

পূর্ব পাকিস্তানে আহলে-হাদীস

(৩২ পৃষ্ঠার পর)

হামেসা বেদিন'পরে বড়ই বেজার॥
গরীব লোকের জন্য বড় মেহেরবান।
জাকাত বাটিয়া সবার করেন আছান॥
জুম্মার ঘরেকে নামাজ পড়ার কারণ
বহু অর্থের দ্বারায় পাকা করিলেন এখন॥

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, মওলানা এলাহী বখশ মরহুম মগফুর দুইবার হজ্জ করেন। শেষবারে তাঁহার সাথী ছিলেন মরহুম হাজী জিয়ারতুল্লাহ সাহেব এবং তাঁহার হজ্জের সমস্ত ব্যয়ভার হাজী সাহেবই বহন করেন।

মওলানা মরহুমের ষষ্ঠ পুঁথির নাম 'তাজকেরাতুল উলামা'। আলিমদের জন্য এই কেতাবে অতি মুনাসেব উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যাওয়ায় এই সংখ্যায় উহার আলোচনা সম্ভব হইল না। ইনশা আল্লাহ আগামীতে উহার উধৃতি সহ পর্যালোচনা করিয়া পুঁথির আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখিব।

এই লেখকের নিকট আরও কয়েকজন পুঁথিকারের কয়েকটি পুঁথি রহিয়াছে। কিন্তু বহু পুঁথি এখনও আমার নাগালের বাহিরে রহিয়াছে। যাহাদের নিকটে অথবা সন্ধানে আহলে হাদীস আলেমগণের লিখিত পুঁথি পুস্তক রহিয়াছে তাহাদিগকে জমঈয়তের ঠিকানায় মেহেরবাণী করিয়া উহা প্রেরণ করার আকুল আবেদন জানাইতেছি। কার্য শেষে ফেরৎ চাহিলে উহা ফেরৎ দিতে প্রস্তুত রহিয়াছি।

মাসিক এবং সাপ্তাহিত আহলে হাদীস পত্রিকার দুই যুগব্যাপী খেদমত এবং তৎসহ মওলানা আব্বাস আলী, মওলানা বাবর আলী, মওলানা আবদুল লতীফ, মওলানা মনিরুদ্দীন আনোয়ারী, মওলানা এফাযুদ্দীন এবং অন্যান্য আলেম উলামা ও সমাজকর্মীর জীবনী ও কর্মতৎপরতার বিবরণ ইনশা আল্লাহ অতঃপর তর্জুমানে ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হইতে থাকিবে। এই বিষয়েও ওয়াকিফহাল ব্যক্তিগণ আমাকে তথ্য দ্বারা সাহায্য করিলে বাধিত হইব।

[ক্রমশঃ]

www.ahlehadeethbd.org

॥ ইস্‌লামের মৌলিক অধিকার ॥

আফতাবুদ্দীন আহম্মদ এম, এ,

৫। "ধর্মে স্বাধীনতা"

মানুষের ধর্ম বলতে আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক বুঝায়। এ সম্পর্ক নির্ধারণের ব্যাপারে মনীষীগণ বিভিন্নযুগে বিভিন্ন বিধান প্রবর্তন করেন। ঐ বিধানগুলির অধিকাংশ যুগোপযোগী ছিল। কালক্রমে সে গুলির কোন কোনটি পরিত্যক্ত হবার যোগ্য প্রমাণিত হয়। কিন্তু অনেক লোকই ভাবপ্রবণতাবশতঃ অথবা সংরক্ষণশীল মনোবৃত্তির কারণে তা পরিত্যাগ ক'রতে অসমর্থ হয়। ফলে পৃথিবীতে একই সময়ে একাধিক ধর্মের বহু অনুসরণকারী বর্তমান থাকে। লোক সাধারণতঃ বাপদাদার ধর্মই অনুসরণ ক'রে থাকে এবং তা শত দিক দিয়ে অসঙ্গত হলেও উহার অনুসারীগণ উহার যথার্থতা প্রমাণে পঞ্চমুখ হ'য়ে থাকে। তারপর, এই ধর্ম ব্যাপারটি বিশ্বাসের ব্যাপার। জোর করে কারোর অন্তরে কোন নূতন বিশ্বাস ঢুকান যায় না। আর ঢুকালেও তা স্থায়ী হয় না। এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে সকল মানুষকেই ধর্ম-মনোনয়ন ব্যাপারে স্বাধীনতা দেয়া হ'য়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম এও দাবী করে যে, ইসলামকে যেন জগতের সকলে আল্লার মনোনীতধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দান করে।

ان الدين عند الله الاسلام

আল্লাহ তা'আলা লোকদেরে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইসলামই হ'চ্ছে আল্লাহর অনুমোদিত ধর্ম। কিন্তু সেই ধর্ম গ্রহণ ক'রবার জন্য আল্লাহ তা'আলা এমন কোন নির্দেশ দেন নি যে, সকলকে জোরপূর্বক আল্লাহর অনুমোদিত ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ক'রতেই হবে। বরং সকলকেই ধর্মকার্য্যে স্বাধীনতা দেয়া হ'য়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لا اكراه في الدين

"ধর্মীয় ব্যাপারে কোন প্রকার বলপ্রয়োগ নেই।" ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মুসলমানরা কখনও অমুসলমান প্রজাদেরে মুসলমান হবার জন্য জবরদস্তি করেন নাই।

তারপর পরধর্ম সহিষ্ণুতা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم

অর্থাৎ অপরলোকে আল্লাহ ছাড়া অপর যাদের মা'বুদ বলে ডেকে থাকে তাদের অথবা তাদের ঐ মাবুদদের উদ্দেশ্যে কুকথা বলো না। যদি তোমরা তা কর তাহলে তারা অজ্ঞতা বশতঃ জিদের বশবর্তী হয়ে তোমাদের মা'বুদ সম্বন্ধে গাল-মন্দ দিবে। অমুসলিম প্রজাদের সুখ-সুবিধার প্রতি নজর রাখবার জন্য মুসলিমদের প্রতি নবী করিম সঃ এর নির্দেশগুলিও ধর্মে-স্বাধীনতা স্বীকৃতির পরিচায়ক।

৬। "ধনীদের নিকট গরীবদের অধিকার"

ধনীদের কাছ থেকে গরীবদের পাওনা ইসলাম অনুমোদন ক'রেছে। দুঃস্থ অনাথ বা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি শত্রু হউক বা মিত্র হউক, নিজ ধর্মের হউক বা ভিন্ন ধর্মের হউক সব অবস্থাতেই

www.ahlehadeethbd.org

তাদের হক ইসলাম স্বীকার করেছে। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وفى اموالهم حق للسائل والمحروم

অর্থাৎ "মুমিনদের সম্বন্ধে ভিক্ষুক ও গরীবদের হিস্সা রয়েছে।" অতএব ধনীদের কাছে প্রকৃত অভাবী ব্যক্তির চাইবার অধিকার রয়েছে। যদি কোন ধনী ব্যক্তি অভাবগ্রস্তের আবদার রক্ষা না করে, তবে সে আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা ক'রল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء ولا شكورا •

অর্থাৎ ধার্মিক তারাই—যাদের নিজেদের খাদ্যের প্রয়োজন থাকা সত্বেও যারা কোন প্রতিদানের অথবা কোন প্রশংসার প্রত্যাশা না ক'রে একমাত্র আল্লার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেও আল্লাহর আদেশ পালনার্থে য়াতীমকে, অসহায়কে ও অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করে থাকে। ধনীদের সম্পদে গরীবদের হিস্সা আছে বলেই ইসলামের বুনয়াদ যে পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়েছে তার একটি হচ্ছে যাকাত প্রদান।

৭। "আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান"

উল্লিখিত মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষার জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয় তার মধ্যে আইনের বিচার সর্বপ্রধান। আইনের বিচারের সামনে রাজা প্রজা, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত মূর্খ, সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করা এবং আদ্‌ল ও ইনসাফ কায়েম করাই হ'চ্ছে আইনের মূল উদ্দেশ্য।

মানবের পারস্পরিক সম্বন্ধ, সামাজিক ব্যবস্থা ও শাসন ব্যবস্থার মূলভিত্তি হ'চ্ছে ন্যায় বিচার। কারণ অন্যায়ের প্রতিকার না হ'লে সমাজের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে অনেকেই দুষ্কর্ম করতে সাহসী হ'য়ে থাকে এবং তার ফলে সমাজে নানা গোলযোগ দেখা দিতে বাধ্য।

এ সম্পর্কে আল্লাহতা'আলার নির্দেশ হচ্ছে,

يايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لاتعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى •

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুমিনেরা তাদের ব্যক্তিগত শত্রুতা দ্বারা চালিত হ'য়ে কারো প্রতি অবিচার করতে পারবে না। কারো সাথে প্রীতি আছে বলে বিচারকালে তার পক্ষপাতিত্ব করা অথবা কারো সাথে শত্রুতা রয়েছে বলে বিচারকালে তার প্রতি যুলুম করা ইসলামের নীতি বিরুদ্ধ। বরং শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি, এমনকি নিজের সম্পর্কেও ন্যায় বিচার করা ইসলামের মহান আদর্শ। উক্ত আয়াতে আদ্‌ল ও ইনসাফ কায়েম করাকে তাক্‌ওয়ার অতি নিকটবর্তী বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل "

"আর যখন তোমরা লোকের পারস্পরিক গণ্ডগোলের বিচার ক'রবে তখন ইনসাফের সাথে ফয়সালা-মীমাংসা করিও।"

এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, যে দেশে সুবিচার নেই, সে দেশে মান সম্মান নিয়ে বাস করা অসম্ভব। যে ব্যাপারেই সুবিচারের অভাব ঘটে, সেই ব্যাপারেই বিপদ সুনিশ্চিত।

আদল ও ইনসাফ সম্বন্ধে আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন,

একদা আমরা রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকটে ব'সে—থাকাকালে তিনি যখন লোকদেরে কিছু মাল বণ্টন করে দিচ্ছিলেন সেই সময়ে বানূ-তামিম গোত্রের একজন লোক বলল, "আল্লাহর রাসূল ইনসাফ করুন।" উত্তরে তিনি বলেন, আমি যদি ইনসাফ না করি তবে আর কে ইনসাফ করবে? আমি যদি ন্যায়পরায়ণ না হই তাহ'লে আমি নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত ও বিফলকাম হ'ব।"

উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সঃ আদ্‌ল ও ইনসাক কায়েম না করাকে ব্যর্থতা বলে অভিহিত ক'রেছেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

'আমি ইনসাফ না করলে আর কে ইনসাফ করবে'? রসূলুল্লাহ সঃ-র এই উক্তি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ সঃ যা কিছু নিজে ক'রেছেন সে সব এবং তিনি যা করতে হুকম করেছেন সে সব সকলই ন্যায় ও যথার্থ। এথেকে ন্যায় বিচারের মর্যাদা ও গুরুত্ব বেশ জানা যায়।

যে যুগে কুরআন মজীদ নাযিল হয় সে যুগে আইনের বিধান পৃথিবীর কোন দেশেই সকল শ্রেণীর লোকের উপরে সমভাবে প্রয়োগ করা হত না। সে কালে পৃথিবীতে বংশগত কৌলিন্য, গোত্রগত প্রাধান্য এবং শ্রেণীগত বৈষম্য আধিপত্য বিস্তার করে বসেছিল। আরব দেশে তখন কুরাইশ বংশীয় লোকেরা অপর সকল শ্রেণীর 'আরবদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করত। আবার কুরাইশের মধ্যে হাশিমী গোত্রের লোকেরা অন্যান্য কুরাইশদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করত। তা ছাড়া বৃত্তি ও পেশার উপর ভিত্তি করেও প্রাধান্য-নিকৃষ্টতা স্থির করা হ'ত। পাক ভারতেও সেকালে বংশগত ও পেশাগত শ্রেষ্ঠতা ও হীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নাম দিয়ে মানুষের ভিতরে কৃত্রিম ব্যবধান খাড়া করা হয়েছিল। শূদ্ররা হাজার গুণবান হলেও তাদের ঘৃনা করা হত, অথচ ব্রাহ্মণ অপদার্থ হলেও বংশগুণে সকলের পূজা পেত। খ্রীষ্টান ও য়াহুদীদের মধ্যেও একইভাবে পৌরহিত্য ও কৌলিন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পৃথিবী যখন ব্যক্তিগত গুণগরিমা উপেক্ষা করে বংশগত, শ্রেণীগত ও বৃত্তিগত প্রাধান্যের নিষ্পেষণে জর্জরিত, সেই সময়েই আল্লাহ কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, সারা দুনিয়ার সমুদয় মানুষ একই মূল হতে উদ্ভূত। তারা সকলেই পরস্পরে ভাই ও সমান। মানুষের সততা, ধর্মভীরুতা, সৎকর্ম—শীলতা প্রভৃতি গুণ বিচার করেই মানুষের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করতে হবে। এমনি ক'রে কুরআন মজীদ বংশগত ও বৃত্তিগত প্রাধান্যের মূলে কুঠারাঘাত করে গুণগত প্রাধান্যের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে। প্রত্যেক মানুষের অন্তর-নিহিত প্রতিভার বিকাশ ও স্বীকৃতি না হলে আদর্শ ও সুষ্ঠু সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। এ জন্য আল্লাহ ত'আলা সততা, ধর্মভীরুতা ও সৎ কর্মকেই শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণের একমাত্র মাপকাঠি বলে নির্দেশ দিয়েছেন।

রসূলুল্লাহ সঃ-র যমানায় কোন এক সম্ভ্রান্ত মহিলার চৌর্য অপরাধ প্রমাণিত হলে রসূলুল্লাহ সঃ ঐ মহিলাটির হাত কাটবার জন্য আদেশ দেন। ঐ শাস্তি কালক্রমে বংশে এক মহা কলঙ্ক হয়ে থাকবে ভেবে মহিলাটির আত্মীয়েরা নবী সঃ-র পালক-পুত্র যাইদ রাঃ-কে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন ঐ শাস্তিটি মাফের জন্য নবী সঃ-র নিকট সুপারিশ করেন। অনন্তর যাইদ সুপারিশ ক'রলে রসূলুল্লাহ সঃ বলেন,—তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলি এই এই কারণেই ধ্বংস হয়। তারা এই অন্যায় রীতি ধরিয়া ছিল যে, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি ক'রলে তাকে বিনা দণ্ডে ছেড়ে দেয়া হত, আর সাধারণ ব্যক্তি চুরি করলে তাকে শাস্তি দেয়া হত। আল্লাহর শপথ, আমার মেয়ে ফাতেমাও যদি আজ চুরি করত, তা হলে আমি নিশ্চয়ই তারও হাত কেটে ফেলতাম।

রসূলুল্লাহ সঃ স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন যে, আইন-প্রয়োগ ব্যাপারে আত্মীয়-পর, ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল, ইতর-ভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, পথের কাঙ্গাল ও রাজা-বাদশাহের মধ্যে ইসলাম কোন তারতম্য করেনা।

এখনও পৃথিবীর বহু সভ্যদেশে আইনের রাজ্য পূর্ণরূপে স্থায়ী হয় নাই। এখনও বহু দেশে বিচারে জাতি বর্ণ মর্যাদার তারতম্য করা হয়ে থাকে। আজ দুনিয়ার কোণে কোণে বহু মণীষী জোরে শোরে প্রচার করে চলেছেন, "আইনের শাসন কায়েম করতে হবে।" কিন্তু ইসলাম ১৪ শত বছর পূর্বে আইনের পরিপূর্ণ শাসন পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়েছে। ইসলামী আইন বহু আমীরুল মুমিনীন ও খলীফাকে কাযীর দরবারে হাযির হ'তে বাধ্য করেছে এবং তাঁরা কাযীর বিছার অম্লান-বদনে অবনত মস্তকে মেনে নিতে কোনই কসূর করেন নি।

উল্লিখিত ব্যাপার সমূহে মানুষকে পূর্ণ অধিকার দান ক'রে ইসলাম মানুষের যুক্তি-সঙ্গত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত ক'রেছে।

www.ahlehadeethbd.org

"ম্যাঁও"

—ইব্‌নে সিকান্দর

লেখা আমার নেশা। পেশা বল্‌লেও আপত্তি করব না। কখনও লিখি চেয়ারে বসে—টেবিলে কাগজ পত্র রেখে। আর কখনও ফরাসে বসে—ডেস্কে হাত ভর ক'রে।

আজ বসেছিলাম ফরাসে। ডেস্কের উপর লেখার প্যাড। বেশ জুতসই ক'রেই বসেছি। লেখার মূড এসেছে। নিবিষ্ট মনে লিখে চলেছি। অন্তরের গভীরে চিন্তার ঢেউ। ভুলে গেছি দুনিয়া, ভুলেছি পরিপার্শ্বকে। আপনাতে আপনি বিভোর।

এমনি সময় ছোট্ট এক আওয়ায এল 'ম্যাঁও'। বাধা পড়ল, লেখার গতি স্তব্ধ হ'ল, কলম থেমে গেল। অশ্চর্য হ'লাম। এমনি সময়ে ছেলে মেয়েরা গোলমাল করলে জোরসে কয়েক ঘা থাপ্পর—নয়ত একটা বজ্রগম্ভীর ধমকে ওদের প্লীহা কাঁপিয়ে দিতাম। কিন্তু আজ লেখার মূড্‌টা মাটি হয়ে গেলেও রাগ হ'ল না এতটুকু, দুঃখ হ'ল না, বিন্দুমাত্র, বরং কৌতূহল বোধ করলাম মনে।

পাশেই চেয়ে দেখি আমাদের পোষা সেই কাল-সাদা বিড়ালীটি।

কি হয়েছে তোর? চোখের ইসারায় জিজ্ঞেস করলাম আমি।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল—ম্যাঁও।

ও বুঝেছি, ক্ষিদে পিয়েছে তোর। ওর খাবার আনতে বললাম। খাবার এল, সামনে পরিবেশন করা হ'ল। একবার নিস্পৃহ নেত্রে তাকিয়ে দেখল, ফের আমার দিকে দু চোখ মেলে আবার শব্দ করল 'ম্যাঁও'।

সামনে লোভনীয় খাবার তবু ম্যাও? এ ম্যাওকে একটু বিচিত্র বলেই মনে হ'ল—যেন এক অসহায়ত্বের সুর ও বিপদ থেকে উদ্ধারের আকুলতা ধ্বনিত হচ্ছে এর ভিতর। ভাবিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম ওর দিকে। বিড়াল ধীর মন্থর গতিতে চলল পার্শ্বস্থ আলমিরার তলে, খানিকটা ঘুরে পরক্ষণই বেরিয়ে আসলো। আমার চোখ ওর পিছনে পিছনেই ছুটছিল। এবার ওর হৃদ্‌-নিঙড়ান ব্যাকুল হাহাকার ভাষা পেল আর একটি 'ম্যাও' শব্দে।

এবার আমার হৃদয়টিও ছ্যাৎ করে উঠল—ওর ম্যাও আমার কাণের ভিতর দিয়ে মরমে গিয়ে আঘাত হানল। এবার বুঝতে পারলাম ওর ম্যাও এর তাৎপর্য। অসহায় অবলা বিড়ালীর সর্বনাশ হয়ে গেছে! ওযে এখন সর্বস্বান্ত; সর্বস্ব-বঞ্চিত! ওর হৃদয় ধন—তিন তিনটি বাচ্চার একটিও যে নেই ওখানে। ঐ আলমিরার নিরাপদ তলদেশেই ওদের সেদিন জন্ম হ'ল, একটা আর একটাকে জড়িয়ে রইল, ওদের মা এখানে সেখানে খেয়ে দেয়ে ব্যাকুল মনে ত্রস্তপদে যখন কাছে আসত, তখন চোখ-বন্ধ বাচ্চাগুলো কেমন হাতড়িয়ে পাতড়িয়ে, মুখ ঠেলে—খুঁজে পেতে ওদের আহারের উৎস মুখ—মাতৃস্তান আবিষ্কার করত! তারপর পরম সন্তোষে অসীম পরিতৃপ্তিতে গদ্‌ গদ্‌ করে দুধ টেনে খেতো। বাচ্চাদের এমনিভাবে দুধ খাওয়াতে পেরে মাতা বিড়ালীর সে কী আনন্দ, কী পরিতুষ্টি! কোনটার গায়ের উপর সামনের পা দুটো (আমাদের হাত) বিছিয়ে দিয়ে গায়ের সঙ্গে গা মিলিয়ে—ধরে রাখার সে কী আকাঙ্ক্ষ, চুমু খেতে না পেরে জিহ্বা দিয়ে লোমস দেহগুলো চেটে চুটে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পরিষ্কার ক'রে দেওয়ার সে কী পুলক ও আবেগ বিহ্বলতা!

কয়েকদিন হয় বাচ্চাগুলোর চোখ ফুটেছে। ওরা কয়দিন থেকেই নেচে ধেয়ে লাফালাফি ঝাপাঝাপি করে বেড়াচ্ছিল। ওদের পদচারণার এলাকা ছিল নিতান্ত সীমিত—উপর তলার এ কোঠা থেকে ও কোঠা, মেঝে থেকে বারিন্দা, বারিন্দা থেকে মেঝেয়। বস্, এই ছিল তাদের হদ্। হদের বাইরে ওরা যেতনা। এরই চতুর্বর্তে ঘুরাঘুরি ও হুড়াহুড়ি ক'রে ওরা সে আশ্রয় নিত ওদের বাসস্থানে—আলমারীর সেই তলদেশে।

হঠাৎ এ কি হ'ল? কোথায় গেল বিড়ালীর অমন সুন্দর দেহ আদুরে দুলালরা?

বিড়ালীর বুক শূন্য। ওর বুকের পাঁজরে কে যেন হাতুরী পিটাচ্ছে, ওর হৃৎপিণ্ডে কে যেন বসে বসে সুঁচ ফুটাচ্ছে। ওর মনের কুঠরীতে আর দেহের পরতে পরতে সন্তান স্নেহের আগুন ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। অবলা পশু বলতে পাচ্ছে না কিছুই, চোখের পানিও শুকিয়ে গেছে। অভিযোগ বল, আবেদন বল, হৃদ-নিঙড়ান আহাজারী বল—সব কিছুর প্রকাশ ঘটেছে ঐ একটি মাত্র 'ম্যাঁও' শব্দে।

পড়ে রইল আমার কাগজপত্র। লেখার মূড হল অন্তর্হিত, চিন্তারাশি ধূম্রকুণ্ডলীতে করল আত্মগোপন। বিড়ালীর ব্যথা আমার হৃদয়ে এসে বাসা বাঁধল, অস্থির করে তুলল আমাকে। শুরু করলাম হাঁকডাক। সকলকে পুঁছলাম, অধীনস্থদের ধমকালাম, সকলেই ব্যথিত, হতভম্ব, শুরু হ'ল খোঁজাখুঁজি—এ বাড়ী ও বাড়ী। কিন্তু কোথাও পাত্তা লাগান গেল না বাচ্চাগুলোর।

হতাশ হয়ে পড়লাম। আবার কাগজ নিয়ে বসলাম। তিন লাইন লিখি, দু লাইন কাটি,—মূড আসে না—কলমে লেখা বের হয় না। ফেলে দিলাম কলম। আবার ভাবতে শুরু করলাম। চিন্তারা সব ভিড় করে দাঁড়াল মনের আনাচে কানাচে। অনেক দুশ্চিন্তা, অনেক দুর্ভাবনা জাগতে লাগল মনে—একের পর এক। হিংসুটে ও নিষ্ঠুরমনা পুং বিড়ালগুলো বড় ছানালোভী। স্বজাতীয় বিড়াল ছানা দেখে ওরা সহ্য করতে পারে না। হাড়-গোড় সহ ওদের রক্তমাংস ওরা চিবিয়ে খায়। বাচ্চাগুলো কি ওদেরই কোনটার পেটে গেল? তাই বা কেমন করে হয়? যখন ভয় ছিল বেশী তখন তো খেতে আসেনি। কোন সময় ওদের লেজও তো দেখা যায়নি এদিকে।

তবে কি বাচ্চাগুলো নীচে নেমেছিল? আর তখন কুকুরে ধরে খেয়ে ফেলল? অসম্ভব কি!

অথবা এও তো হ'তে পারে—বাসার বা'র দুয়ারটা হয়ত খোলা ছিল। মহল্লার কোন দুষ্টু ছেলে চুপচাপ এসে ওদের ধরে নিয়ে গেছে। যদি তাই হয়, তবে হয়ত আরও ভাল ক'রে তল্লাস ক'রে বের করা যাবে। বড়দের নিকট আবেদন জানিয়েও এর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

সত্যি যদি এমনিভাবে নিয়ে গিয়ে থাকে—তবে কী নিষ্ঠুর ছেলেমেয়েগুলো। নিল তো নিল একেবারে তিন তিনটেই নিয়ে গেল? দুটো কিম্বা একটাও তো রেখে যেতে পারত। তবু তো মা বিড়ালীর একটা অবলম্বন থাকত। একটা বাচ্চার প্রতি ওর হৃদয়মনের সবটুকু স্নেহরস ঢেলে দিয়ে ও অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করতে পারত।

ভাবলাম সেদিন কি ভুলটাই না করলাম। একটা বাচ্চা নিয়ে যেতে ধরেছিলাম বাসায়। ছেলে মেয়েরা খুশী হ'তো, আদর করতো, সোহাগ করতো। নিয়ে রওয়ানাই হয়েছিলাম। কিন্তু বাঁধা দিয়েছিল ঐ বিড়ালীটাই। সামনে গিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়ায় নি, ওর ধারাল নখ দিয়ে আমার দেহে আঁচড়ও কাটেনি। শুধু জানিয়েছিল জননীর অধিকারের কথা, মাতৃহৃদয়ের অপত্য স্নেহের কথা, ওর মনের আকুলীবিকুলী ও বিরহ বেদনার কথা একটি মাত্র অর্থপূর্ণ শব্দ 'ম্যাঁও' দ্বারা। মাওকে অমনভাবে কাঁদিয়ে ছাওকে নিতে পারলাম না সেদিন। ওর বুকের ধন বুকেই নিক্ষেপ করে চলে গেলাম আমি।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হায়! সেদিন যদি নিষ্ঠুর হ'তে পারতাম! আজ বিড়ালীর ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের-অভিশপ্ত শোকবিহ্বার হকদার হ'তে পারতাম! বাচ্চাটাকে আজ ফিরিয়ে দিয়ে ওর খাঁ খাঁ করা হৃদয়টাকে আজ জুড়িয়ে দিতে পারতাম।

এমনি কত শত চিন্তার উত্তাল তরঙ্গ আমার আলোড়িত হৃদয় সমুদ্রে একের পর এক আছাড় খেতে লাগল। তুফান থামার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। গোল্লায় গেল লেখা, রইল পড়ে সব কাজ।

কিন্তু একি ভাল হচ্ছে? একটা ক্ষুদ্র জীব—তার দুঃখে এতটা ব্যথিত হলে তো আর কামকাজ চলে না। পুনঃ চেষ্টা করলাম কিছু লিখতে—হ'ল না। অগত্যা বই একটা হাতে নিলাম। লেখক ছাই মণ্ডু কি লিখেছেন—মানবতা, দয়াদ্র্তা, সহৃদয়তা এ সবের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। ছুঁড়ে ফেললাম বইখানা। আযানের মধুর বাণী এল কাণে। অযু ক'রে মসজিদে গেলাম।

নামায কিভাবে শেষ হ'ল সে কথা বলব না। মুনাযাতে আল্লার নিকট কাকুতি মিনতি জানালামঃ হে আল্লাহ! অবলা জানোয়ারের প্রতি তুমি দয়া করো! তার দিকে একটু মুখ ফিরে তাকাও!

হাসছেন আপনারা? আর কিছু না, বিড়ালের বাচ্চা ফেরৎ পাওয়ার প্রার্থনা? না হাসবেন না। এটাকে তুচ্ছ ভাববেন না।

মুনাযাতের পর মুসল্লীদের কয়েক মিনিট বসতে বললাম। বিনা উপক্রমণিকায় দুটো হাদীসের অর্থ শুনালাম। সেগুলো এই :

১মঃ রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেনঃ দোযখকে আমার সম্মুখে পেশ করা হ'ল—আমি সেথায় দেখতে পেলাম বনি ইসরাইলের এক রমণীকে—তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল তার একটা বিড়ালের জন্য। বিড়ালটিকে সে বেঁধে রেখেছিল—তাকে খেতে দেয়নি, ছেড়েও দেয়নি যাতে করে সে যমীনের পোকামাকড় ধরে খেতে পারে—সে ওটাকে বেঁধেই রেখেছিল, শেষ পর্যন্ত বিড়ালটা ক্ষুধায় ম'রে গেল।—"মুসলিম"

২য়ঃ রসুলুল্লাহ(দঃ)বলেছেন,(একটি নেকীর জন্য এক বারবণিতাকে মাফ ক'রে তার পাপ থেকে তাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়েছিল। মেয়েটি পথে হাঁটতে হাঁটতে এক কুয়োর ধারে একটা কুকুর দেখতে পেল। কুকুরটা পিপাসায় কাতর; মুমূর্ষু। মেয়েটি তার পা'র চামড়ার-তৈয়ারী মোজাটা খুলে ফেলল, মাথার ওড়না দিয়ে ওটা বেঁধে কুয়োয় নামিয়ে দিয়ে কুকুরটির জন্য পানি টেনে তুলল। অবলা পশুর প্রতি এই উপকারটুকুর জন্য তার ব্যভিচারের জীবন সঞ্চিত সমস্ত পাপরাশি মার্জিত হয়ে গেল। বলা হ'ল পশুপক্ষীর প্রতি সদয় ব্যবহারের জন্যও পাওয়া যায় পুরস্কার! তিনি বললেনঃ প্রত্যেক তাজা যকৃৎবিশিষ্ট প্রাণীর প্রতি সদয় ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত রয়েছে পুরস্কার।—"বুখারী ও মুসলিম।"

সরদার সাব জিজ্ঞেস করলেনঃ জনাব! হঠাৎ ক'রে জীব জানোয়ারের প্রতি সদয় ব্যবহারের হাদীস শুনানোর তাৎপর্য তো বুঝতে পারলাম না।

আমি বললাম হাঁ, এই প্রশ্নের প্রত্যাশাই করছিলাম আমি! তা শুনুন এখন।

সমস্ত ব্যাপার খুলে বললাম। ব্যথিত হ'লেন সরদার সাহেব, ব্যথিত হ'লেন আর সবাই। দূরে বসা এক প্রবীণ মুসল্লী উঠে এসে বসলেন কাছে। বললেনঃ তা হ'লে বাচ্চাগুলো আপনাদেরই?

আশায় বুক উঁচু হয়ে উঠল।

দেখেছেন বাচ্চাগুলোকে? ত্বরিত জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

উত্তর এলঃ বাচ্চাগুলো নিজেরাই আমাদের ঘরে এসেছিল। ছেলে মেয়েরা পালবে বলে ধরে রেখেছে। খুশীর সাথে বিস্কুট আর দুধ কিনেও খাইয়েছে।

আমি বললাম, ভাল কথা। বাঁচা গেল। আমি লোক পাঠাচ্ছি এখনই। মেহেরবানী করে বাচ্চাগুলো ওর হাতে দিয়ে দিন।

বিজয়োল্লাসে ঘরে ফিরলাম। দুয়োর থেকেই শুভ সংবাদটি চিল্লিয়ে পরিবেশন করলাম।

বাচ্চাগুলো আনা হ'ল। ছেড়ে দিতেই দৌড়িয়ে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মার কাছে গেল। কিন্তু এ কী? মা যেন নির্বিকার, নিস্পৃহ! রাগ, না অভিমান?

মনে হলো ও যেন বলতে চাচ্ছে, "বাছা ধনরা! কোথায় ছিলে এতক্ষণ? তোদের না পেয়ে আমি এক রাত এক দিন কিভাবে কাটালাম তোরা কি তা বুঝবি? যা, আমার কাছে ভিড়িস না।"

কিন্তু কতক্ষণ থাকতে পারে এভাব? মার মন তো। ছোট বাচ্চার প্রতি মাতৃস্নেহে মানুষে পশুতে এতটুকুও পার্থক্য নেই।

মা বিড়ালী শুয়ে পড়ল, বাচ্চা তিনটি পরমানন্দে দুধ টানতে লাগল—তাদের আনন্দ আর ফুর্তি যেন তারা ধরে রাখতে পারছে না। বিড়ালী মাথা কা'ত করে নিমিলিত চক্ষে সটান হয়ে শুয়ে সামনের একটা পা বাচ্চাদের দেহের উপর ছড়িয়ে তাদের জড়িয়ে ধরল। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলল। জিহ্বা বের করে এবার কলেজার টুকরো-গুলোর দেহ চাটতে লাগল।

একেই বলে মাতৃস্নেহ!

পশুর মাতৃস্নেহ যেমন, পাখীর মাতৃস্নেহও তেমনি। একটি হাদীসের তর্জমা এখানে নিবেদন করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না নিশ্চয়ই। হাদীসটি এই ঃ আমের রামী বলেন ঃ

আমরা রসুলুল্লার (দঃ) দরবারে বসেছিলাম, এমন সময় তথায় এসে হাযির হল একটি লোক, তার গায়ে ছিল একটি চাদর; আর তার হাতে ছিল অন্য কিছু, চাদর দিয়ে সেই বস্তু সে ঢেকে রেখেছিল!

সে এসে রসুলুল্লাহকে (দঃ) লক্ষ্য করে বলল, হে আল্লার রসুল, আমি একটা গাছের শাখার নীচ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, যেতে যেতে শুনতে পেলাম পাখীর বাচ্চার কিচির মিচির। আমি বাচ্চাগুলো ধরে নিয়ে এলাম। তারপর সেগুলোকে আমার চাদরে রাখলাম। এই না দেখে ওদের মা চলে এলো, এসে আমার মাথার উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগল। আমি তখন চাদরে আবৃত ছানাগুলো ওর দৃষ্টি পথে খুলে ধরলাম, তখন পাখীটা চাদরে রাখা বাচ্চা-গুলোর মধ্যেই ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে এসে পড়ে গেল, আমি তখন আমার চাদর দিয়ে বাচ্চা সহ ওদের মাকেও জড়িয়ে নিলাম। সেগুলো সবই—এই যে আমার কাছে!

রসুলুল্লাহ (দঃ) সব শুনে বললেন, ওগুলো এখানে রাখ। আমি রাখলাম কিন্তু বাচ্চাগুলোর মা উড়ে গেল না, এত লোকের সামনে ছানাগুলোর সঙ্গেই রয়ে গেল।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বললেন, তোমরা কি আশ্চর্য্য হচ্ছ পাখীর বাচ্চার জন্য—মা-পাখীর এই স্নেহ দেখে? দেখ ঃ যে আল্লাহ আমাকে হকের সঙ্গে প্রেরণ করেছেন তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য—এই পাখী তার বাচ্চাদের প্রতি যতটুকু স্নেহশীল তাঁর চাইতেও অধিক স্নেহপরায়ণ। ফিরে গিয়ে যেখান থেকে এগুলো নিয়ে এসেছ সেখানে পাখীটাকে ওর বাচ্চাদের সহ রেখে এস। হুকুম মত লোকটি সেগুলো সেখানে রেখে আসল।—আবু দাউদ।

বান্দার প্রতি আল্লার স্নেহ—সন্তানের প্রতি যে কোন মা'র স্নেহ অপেক্ষা অধিক ব্যাপক, অধিকতর গভীর ও সর্ব্বাধিক নিবিড়।

তর্জুমানুল হাদীসের পুরাতন সেট

অপূর্ব্ব সুযোগ! অপূর্ব্ব সুযোগ!!

শতকরা ২৫·০০ টাকা হারে কমিশন

আজই অর্ডার দিন

১ম বর্ষ — নাই

২য় বর্ষ, ৩য় হইতে ১২শ সংখ্যা পর্যন্ত আছে।

৩য় বর্ষ—৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা ছাড়া অন্যান্য সংখ্যা আছে।

৪র্থ বর্ষ— ১ম হইতে ৫ম সংখ্যা পর্য্যন্ত আছে।

৫ম বর্ষ—৩য় হইতে ১১শ সংখ্যা পর্যন্ত আছে।

৬ষ্ঠ বর্ষ ও সপ্তম বর্ষ— নাই

৮ম বর্ষ হইতে একাদশ বর্ষ পর্যন্ত—সমুদয় সংখ্যা মওজুদ রহিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

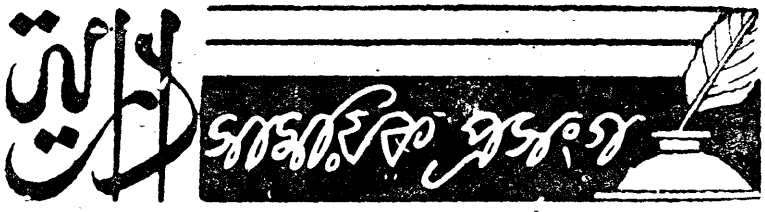

আরব শীর্ষ সম্মেলন

মুসলিম জাহান বর্তমানে যে সব গুরুতর আন্তর্জাতিক সমস্যার সম্মুখীন, তন্মধ্যে ৩টি সমস্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথম ফেলিস্তিন সমস্যা, দ্বিতীয় কাশ্মীর সমস্যা, তৃতীয় সাইপ্রাস সমস্যা। আমরা আজ প্রথম সমস্যাটির উপর বিশেষ আলোকপাতের প্রয়াস পাইতেছি।

পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সাম্রাজ্যিক স্বার্থে, বিশেষ করিয়া বৃটেনের ষড়যন্ত্রে আরব রাষ্ট্রসমূহের বক্ষোদেশে জার্মাণী হইতে বিতাড়িত এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত—অভিশপ্ত ও অর্থপিশাচ ইয়াহুদীদেরকে মুসলমানদের অন্যতম পবিত্র স্থান বায়তুল মকদসের চতুষ্পার্শ্বস্থ বিস্তীর্ণ এলাকা—ফেলিস্তিনে আমদানী করিয়া একটি নয়া রাষ্ট্রের পত্তন করা হয়। এই রাষ্ট্রের নামকরণ হয় 'ইসরাইল।' পাশ্চাত্য জাতিসমূহ বিশেষ করিয়া বৃটেন ও আমরিকার যুক্তরাষ্ট্র ইহাকে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া পুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া তোলে। মুসলিম বিদ্বেষী এই রাষ্ট্র স্থাপনের ফলে লক্ষ লক্ষ স্থানীয় দরিদ্র মুসলমানকে নিজেদের বাপদাদার ভিটা মাটির মায়া ত্যাগ করিয়া ছিন্নমূল মুহাজেররূপে বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অভাব অনটন ও দুঃখ দারিদ্রের মধ্যে দিনাতিপাত করিতে হইতেছে।

আরব রাষ্ট্রসমূহ বিশেষভাবে এবং মুসলিম জাহান সাধারণভাবে এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু প্রধানতঃ আরব অনৈক্যের জন্য 'ইসরাইলের' বিরুদ্ধে কার্যকরী কিছু করা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। মাঝে মাঝে ইসরাইলের সঙ্গে আরব রাষ্ট্রসমূহের যুদ্ধবিগ্রহও ঘটিয়াছে কিন্তু তাহাতেও আরব দেশগুলি মোটেই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই।

আরব রাষ্ট্রসমূহের ক্ষতিসাধন এবং উহাদিগকে রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখার জন্য ইসরাইলের অপচেষ্টার অন্ত নাই। ইসরাইলের মরুময় নেগেব এলাকাকে শস্যশ্যামল করিয়া তুলিয়া আরও ২০ হইতে ৩০ লক্ষ ইহুদীকে স্থান দান এবং সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় আরব দেশকে কৃষি কার্যের অনুপযোগী এবং ভাতে মারিয়া ফেলার কুমৎলবে ইসরাইল জর্দান নদীর জলধারার গতিপথ পরিবর্তন সাধনের এক বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে উহা বাস্তবায়িত করার কাজও সে শুরু করিয়া দিয়াছে।

ইসরাইলের লোকসংখ্যা ২০ লক্ষের কম হইলেও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সজ্জিত দুই লক্ষ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী সে পোষণ করিয়া চলিয়াছে। পশ্চিম জার্মানী হইতে পাশ্চাত্যের এই জারজ সন্তান গত মহাযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৪ শত কোটি ডলার এ পর্যন্ত লাভ করিয়াছে, আরও ৬ শত কোটি ডলার তাহাদের নিকট আদায় করার আশা পোষণ করে।

আরব রাষ্ট্রসমূহের তরফ হইতে বিপদের আশঙ্কার অযুহাত দেখাইয়া ইসরাইল ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র লাভের বিরামহীন চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১৯৪৮ সালের ১৮ই মে আরব রাষ্ট্রসমূহের জন্য এই বিষফুরিকা আরবের মধ্যস্থলে গাড়া হয়। আরব জগতের জন্য ইহা এক বিরাট চ্যালেঞ্জরূপে দেখা দেয়। এতদিন পর্যন্ত বক্তৃতা, প্রবন্ধ, প্রতিবাদ, বিক্ষোভ প্রভৃতির মাধ্যমে নেতৃমণ্ডলী এবং জনসাধারণের মনের বিক্ষুব্ধ আবেগ বহু বার প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু হীরক-কাটার জন্য হীরকেরই প্রয়োজন হয়, কাজের দ্বারাই কাজকে প্রতিহত করিতে হয়—একথা আরব রাষ্ট্রপতিগণ এতদিন যেন বুঝিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

সত্যিকার ভাবে বিপদের ভীষণতা ও ভয়াবহতা উপলব্ধি করিতে পারিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরব রাষ্ট্রসমূহ বহু পূর্বেই তাহাদের আন্ত-আরব আভ্যন্তরীণ বিরোধিতা দূর করার জন্য বদ্ধপরিকর হইতেন। শুধু তাই নয়, ভৌগোলিক রাষ্ট্রের সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার মরীচিকার পশ্চাতে মোহান্ধ ভ্রান্ত নীতি পরিহার করিয়া বিশ্ব মুসলিমের সমর্থন ও সহায়তা লাভের জন্যও তাহারা সচেষ্ট হইতেন।

বিগত জানুয়ারি মাসে জামাল আবদুন নাসেরের নেতৃত্বে কায়রো শহরে আরব রাষ্ট্রপ্রধানগণ মিলিত হইয়া ইসরাইলের অভিসন্ধি ব্যর্থ করার জন্য একটি নিজস্ব পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দীর্ঘ ৮।৯ মাসে কাজের কোন সূচনাই পরিদৃষ্ট হয় নাই। সম্ভবতঃ পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং ঝগড়া বিবাদ পরিকল্পনা কার্যকরীকরণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতে থাকে।

'ইসরাইল' জর্দান নদীর পানি দুইটি অতিকায় হাইড্রোলিক পাম্পের সাহায্যে নেযেভ এলাকায় নেওয়ার কাজ শুরু করায় এবং উহার যুদ্ধের সাজ ও সামান বৃদ্ধির চেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োগের সংবাদ পাওয়ায় সম্ভবতঃ আরব শক্তিগুলির টনক নড়িয়া উঠে। সম্প্রতি ১৩টি আরব রাজ্যের রাষ্ট্রাধিনায়কগণ মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় মিলিত হইয়া—কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের মধ্যে প্রধান ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে ঃ ১। ইসরাইলের ১৫ কোটি ডলার ব্যয়ে জর্দান নদীর গতি পরিবর্তনের কার্যসূচীর মুকাবেলায় উক্ত নদীর শীর্ষ দেশের জলধারার পরিবর্তন পরিকল্পনার কাজ অবিলম্বে শুরু করা এবং এজন্য সূচনায় অবিলম্বে ১৩টি আরব রাষ্ট্রের মধ্যে ১১টি কর্তৃক মোট ৬২,৬০,০০০পাউণ্ড জমা দেওয়া। ২। উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইসরাইল বাধা প্রধান করিলে মিলিত ভাবে উহা প্রতিহত করার জন্য সুসমঞ্জস দেশরক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ। ৩। ফেলিস্তিনের হৃত এলাকার পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে একটি ফেলিস্তিন মুক্তি বাহিনী গঠনের জন্য অর্থ বরাদ্দকরণ। ৪। আন্ত-আরব বিচারালয়ের প্রতিষ্ঠা। ৫। আণবিক গবেষণা পরিচালনার জন্য একটি মিলিত সংস্থা গঠন ৬। দক্ষিণ আরব রাজ্যগুলি হইতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটানর চেষ্টা। এই শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষে প্রেসিডেণ্ট নাসের এবং প্রিন্স ফয়সলের মধ্যে দেখাসাক্ষাত ও পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র আর সউদী আরবের মধ্যে ইয়ামনের গোলযোগকে কেন্দ্র করিয়া যে বিরোধ দীর্ঘদিন চলিয়া আসিতেছিল তাহারাও অবসান ঘটিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ এবং মিসর-সউদী আরব মিলনের বার্তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দন যোগ্য। কিন্তু আমেরিকার সাহায্য পুষ্ট ও অতি আধুনিক অস্ত্র সজ্জায় সুসজ্জিত ইসরাইলের সামরিক শক্তি ১৩টি আরব রাষ্ট্রের মিলিত শক্তি অপেক্ষা অধিক—একথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। তদুপরি আরব রাষ্ট্রসমূহের মিলন, ঐক্য ও সহযোগিতার নব সিদ্ধান্ত বাস্তব ক্ষেত্রে কি পরিমাণে এবং কতদূর কার্যকরী হইবে তাহা এই মুহূর্তে দৃঢ়তার সঙ্গে বলার উপায় নাই।

সোভিয়েট রাশিয়া এবং চীন অবশ্য ইসরাইল ও সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্যের প্রভাব প্রতিরোধের জন্য আরবীয় প্রচেষ্টার প্রতি নৈতিক সমর্থন স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু সত্য সত্যই যুদ্ধ লাগিয়া গেলে আমেরিকার সম্ভাব্য হুমকি অগ্রাহ্য করিয়া বিপদের ঝুকি গ্রহণে রাশিয়া আগাইয়া আসিবে এতটা ভরসা করা বোধ হয় সমীচীন নয়।

প্রেসিডেণ্ট নাসের অবশ্য আফ্রিকার নব স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্র সমূহের সক্রিয় সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু একে ত উক্ত রাষ্ট্র সমূহের শক্তি নগণ্য, তদুপরি ইসরাইলও এই ব্যাপারে বসিয়া নাই। আফ্রিকার দেশগুলিতে ইসরাইল ইতিমধ্যেই তাহার অর্থনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধির কাজ শুরু করিয়া দিয়াছে।

আমাদের মতে আরব রাষ্ট্র সমূহের সর্বপ্রথম প্রয়োজন নিজেদের বিরোধ বিতণ্ডা মিটাইয়া ফেলার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উদ্দেশ্যে আন্তরিকতার সহিত সচেষ্ট হওয়া। দ্বিতীয় মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের সক্রিয় সাহায্য সহানুভূতি লাভের জন্য বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করা।

পাকিস্তান বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও উহার সর্বপ্রধান সমস্যা কাশ্মীর প্রশ্নের প্রতি সমস্ত আরব রাষ্ট্র অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করে নাই। আরব রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে যে দেশ প্রধান সেই সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের ঝোক ও প্রবণতা পাকিস্তান অপেক্ষা ভারতের প্রতিই বেশী। ইরান ও তুরস্কের প্রতিও আরব রাষ্ট্রগুলি মোটেই সহানুভূতি সম্পন্ন নয়।

সাইপ্রাসের তুর্কী মুসলিম বাসিন্দাদের প্রতি তথাকার গ্রীক অধিবাসী এবং ম্যাকেরিয়স সরকার যে বর্বরতম নির্যাতন ও পৈশাচিক দুর্ব্যবহার করিয়াছে ও করিতেছে তাহাতে অন্ততঃ মানবতার খাতিরেও সহানুভূতি জ্ঞাপন করা আরব রাজ্যগুলির অপরিহার্য কর্তব্য ছিল। কিন্তু তাহারা তা তো করেনই নাই, উপরন্তু প্রেসিডেন্ট নাসের ম্যাকেরিয়সকে কায়রোতে ডাকিয়া আনিয়া ও সপ্তাহকাল মেহমান নাওয়াজি করিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতিও প্রদান করিয়াছেন। তুরস্কের প্রতি মিসর প্রভৃতির জাতক্রোধ থাকিতে পারে, কিন্তু সাইপ্রাসের নিপীড়িত, নিষ্পেষিত, অসহায়, আশ্রয়হারা ও ছিন্নমূল হতভাগ্য মুসলমানদের করুণ অবস্থার প্রতি তাহাদের এই নিষ্করুণ মনোভাব বিশ্ব মুসলমানের অন্তরে বেদনা সঞ্চার না করিয়া পারে না। ইসরাইলের স্বীকৃতিদানকারী ও উহার সহিত গোপন চুক্তির মাধ্যমে সহযোগিতায় অগ্রসর এবং ৪০ লক্ষ কাশ্মীরবাসীর জন্মগত অধিকার হরণকারী ভারতবর্ষ—কী করিয়া চির শুভেচ্ছাকামী, সক্রিয় সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণকারী এবং ধর্মীয় ও কৃষ্টিগত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে সংযুক্ত—পাকিস্তান অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় ও কাম্য হইতে পারে তাহা আমাদের বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য।

তবু আমরা আরব রাষ্ট্রসমূহের ঐক্য ও বিপদমুক্তি, সাফল্য ও সমৃদ্ধি একান্তভাবে কামনা করি। সঙ্কীর্ণ ভৌগলিক জাতীয়তার অভিশাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া মিল্লতে ইসলামিয়ার উদার ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহারা শক্তিশালী ও বৃহত্তর ইসলামী ব্লক স্থাপনে আগাইয়া আসুন—আমরা মনে প্রাণে ইহাই কামনা করি।

দ্বাদশ বর্ষের যাত্রা শুরু

রহমানুর রহীম আল্লার দরগাহে অসংখ্য হাজার লাখ হাম্‌দ ও শুক্‌র—তাঁহারই অপার রহমতের বদৌলতে তর্জুমানুল হাদীস একাদশ বর্ষের পরিক্রমা খতম করিয়া দ্বাদশ বর্ষের যাত্রা শুরু করিতে সক্ষম হইল।

তর্জুমানুল হাদীস যে শাশ্বত সনাতন আদর্শের বাহক, আজ দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষের অভাবিত রুচি বিকৃতির ফলে তাহা অনেকের নিকট মোটেই রুচিকর হইতেছে না। যাঁহারা আদর্শের প্রতি অনুরাগী তাঁহাদের অনেকের অবস্থা পত্রিকা রাখার অনুকূল নয়, আবার যাঁহাদের অবস্থা স্বচ্ছল পত্র পত্রিকা পাঠে তাহাদের অনেকেই অভ্যস্ত নন। ইসলামী আদর্শের সমর্থকগণের মধ্যেও আবার যাহারা মুতাআস্‌সিব তর্জুমান তাহাদের সুনজর আকর্ষণ করিতে অক্ষম। এইরূপ অবস্থার ভিতর দিয়া বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তর্জুমান আজও বাঁচিয়া আছে এবং যতদিন ইহার আদর্শানুগ গ্রাহক ও অনুগ্রাহক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ী ইহার প্রতি আকর্ষণ রক্ষা করিবেন ততদিন ইন্‌শা আল্লাহ উহা টিকিয়া থাকিবে।

আমরা পাঠক পাঠিকা এবং শুভেচ্ছাকামীদের খেদমতে জানাই আমাদের হৃদয়ের অনাবিল কৃতজ্ঞতা।

কুরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে মানব জাতির সম্মুখে যত তুলিয়া ধরা যায় ততই মঙ্গল। এই তুলিয়া ধরার কাজ বর্তমানে পত্র পত্রিকার মাধ্যমে যতটা সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে এবং স্থায়ী ফল প্রসূরূপে পেশ করা যায় অন্য আর কিছুতেই তাহা সম্ভব নহে। এই প্রচারের মাধ্যমকে জগতের সব মত ও পথের বাহকগণ সার্থকভাবে কাজে লাগাইতেছেন। ইসলামের সেবকদল সেই অনুপাতে অনেক পশ্চাতে রহিয়াছেন। বর্তমানে ইসলামের বিরুদ্ধ শক্তি যখন অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছে তখন ইসলাম পন্থীদের দায়িত্বও অনেকগুণ বর্ধিত হইয়াছে। ইসলামের অকুণ্ঠ সেবায় নিয়োজিত তর্জুমানের গ্রাহক বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া প্রত্যেক মুসলমান ইসলামের এই সঙ্কট মুহূর্তে উহার সেবায় অনায়াসে অংশ গ্রহণ করিতে এবং আল্লার নিকট উহার পুরস্কারের আশা করিতে পারেন।

www.ahlehadeethbd.org